মদনমঞ্জরী নাটিকা।

মহাকবি সেক্সপিয়ার কৃত "উইণ্টর্সটেল"

নাট্যাবলম্বনে বিরচিত।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।"

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

কলিকাতা।

২৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ ওয়েলিংটন প্রেসে শ্রীব্রজনাথ দের

দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইল।

সন ১২৮৩ সাল।

Price 12 Annas. [মূল্য ৸৹ আনা।]

সংখ্যা ১১৯৭

মদনমঞ্জরী নাটক।

মহাকবি সেক্সপিয়ার কৃত "উইণ্টর্সটেল"

নাট্যাবলম্বনে বিরচিত।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্।"

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

কলিকাতা।

২৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ ওয়েলিংটন প্রেসে শ্রীব্রজনাথ দের

দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইল।

সন ১২৮৩ সাল।

(*All rights reserved.*)

মুখবন্ধ।

ইদানীন্তন বাঙ্গালা ভাষায় নাটকসংখ্যা বহুল দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এতাধিক নাটক ছিলনা এবং নাটকের গৌরবও ছিল না। বহুসংখ্যক পাঠকে আদর করিবে বা অভিনয় হইবে এরূপ আশয়ে এ খানি প্রকটিত হয় নাই। কতকগুলি বন্ধুর অনুরোধে এবং আগ্রহাতিশয়ে এখানি প্রকটিত হইয়াছে এবং এক্ষণে সাধারন হস্তে অর্পিত হইল। উপ-ন্যাসটি মহাকবি সেক্সপিয়র কৃত উইণ্টর্সটেল নামক নাট্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। লেখক কতদূর প্রশংসার্হ তাহা বলা যায় না। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে পাঠকের যেন এইবাক্যটি স্মরণ থাকে যে দোষ উপেক্ষা করাই মহতন্তঃকরণ ব্যক্তিদের চিরানুষ্ঠিত অলমতিবিস্তরেণ।

প্রকাশক।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

চন্দ্রশেখর………………………………মাহেশ্বরীপুরীর রাজা।
সত্যপ্রকাশ………………………………রাজ সহচর।
উগ্রধ্বজ………………………………ঐ
সত্যদাস………………………………রাজ সভাসদ।
ধর্ম্মদাস………………………………ঐ
জীমূতকেতু………………………………সিন্ধুদেশের রাজা।
মলয়কেতু………………………………ঐ রাজ পুত্র।
বসন্ত………………………………ঐ মেষ পালক।

কারাগাররক্ষক, ভৃত্য, প্রতিহারী, নাগরিকদ্বয়, রক্ষকদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মহাদেবী………………………………মাহেশ্বরীপুরীর রাণী।
মদনমঞ্জরী………………………………ঐ রাজকন্যা।
গুণশীলা………………………………উগ্রধ্বজের স্ত্রী ও রাণীর সহচরী
বুদ্ধিমতী………………………………রাণীর সহচরী।

সখি, নর্ত্তকীদ্বয় ইত্যাদি॥

সংখ্যা ১১৯৭

মদন মঞ্জরী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম পরিদৃশ্য।

মাহেশ্বরী পুরী——রাজ সভার পার্শ্বস্থ গৃহ।

সত্যপ্রকাশ ও উগ্রধ্বজ আসীন।

উগ্র। বোধ হয় সিন্ধুরাজ একায করেছেন।

সত্য। তা আমার বোধ হয় না।

উগ্র। তবে কি মহারাজ চন্দ্রশেখর উন্মত্ত হয়েছেন?

সত্য। উন্মত্ত হবেন কেন?

উগ্র। তবে এমন প্রিয় সুহৃদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপের আবশ্যক?

সত্য। তাহা অনাবশ্যক বটে।

উগ্র। তবে মহারাজ জীমূতকেতুর দোষ আছে।

সত্য। (স্বগত) এর সঙ্গে একথার প্রসঙ্গ করে কি কুকর্ম্মই করেছি। (প্রকাশে) আচ্ছা যদি মহারাজ চন্দ্রশেখরের চিত্তবিভ্রম ঘটে থাকে?

উগ্র। হাঁ তা সম্ভব বটে। (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) তবে কিনা এমন শূরশ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ রাজার কি তা সম্ভবে?

সত্য। (স্বগত) এর সঙ্গে আর বাজে বক্‌তে পারিনে (প্রকাশে) তুমি বাতুল।

উগ্র। কেন?

সত্য। শূরশ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান রাজা হলেই কি তাঁর চিত্ত সর্ব্বদা শান্ত ও সমাবস্থ থাক্‌বে? সহস্ররশ্মি ভগবান মরীচিমালী ও নিজভ্রমে সময়ে সময়ে রাহুগ্রস্ত হন্।

উগ্র। হাঁ তা সর্ব্বদা থাকে না বটে।

সত্য। তা যদি না রৈলো তবে সময়ে সময়ে ভ্রমবশতঃ কোন বিপরীত কার্য্যও অনুষ্ঠান কত্তে পারেন। কেউ তো আর অভ্রান্ত নয়?

উগ্র। হাঁ একথা সত্য বটে।

সত্য। তাই মহারাজের চিত্তে এ চিন্তা ভ্রমবশতই উদ্রেক হয়ে থাকবে তাত অসম্ভব নয়।

উগ্র। হাঁ তা হতে পারে। (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) কিন্তু মহারাজ এর জন্যে ত রাজ্ঞীর ও অনিষ্ট করবেন?

সত্য। তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মহারাজ যাহাই করুন মিথ্যা আশঙ্কার বশবর্ত্তী হয়ে এসব অনুষ্ঠান কচ্চেন।

উগ্র। তার আর সন্দেহ কি? যা হোক্ ভগবান ত্রিলোচন যেন এতে সিন্ধুরাজ ও মহাদেবীর অমঙ্গল না করেন।

সত্য। ভগবান নিরপরাধীদের কোন অমঙ্গল করেন না।

উগ্র। ভাল, মহারাজ কি মনের চাঞ্চল্য হেতু এরূপ চিন্তাভিভূত হলেন, বা কোন কার্য্যবশতঃ এরূপ হয়েচেন।

সত্য। (স্বগত) উগ্রধ্বজ ঐ কথারই প্রসঙ্গ কচ্চে। (প্রকাশে) মহারাজ কেন এরূপ হয়েছেন তা আমি কি প্রকারে জান্‌ব?

উগ্র। না, আপনি বিশেষ রূপ এ বিষয় জানেন। তা না হলে আপনি মহারাজ জীমূতকেতু নিরপরাধী একথা সাহস পূর্ব্বক বল্‌তে পাত্তেন না।

সত্য। আমি জ্ঞাত আছি, কিন্তু তা শুনে তোমার কোন উপকার হবেনা।

উগ্র। তবু ও বলুন শুনা যাক। কোন কার্য্যবশতঃ এরূপ ভেবে-ছেন বা ইহার অপর কোন কারণ আছে। সবিশেষ আমায় বলুন।

সত্য। (স্বগত) আচ্ছা বলা যাক (প্রকাশে) হাঁ কার্য্যবশতই এরূপ চিন্তাভিভূত হয়েছেন।

উগ্র। এমন কি কার্য্য?

সত্য। আচ্ছা আমি বলচি। কিন্তু কারও নিকটে এ কথার প্রসঙ্গ করোনা।

উগ্র। তাতে আবশ্যক কি?

সত্য। তবে শোন। সিন্ধুরাজ জীমূতকেতু ত এস্থলে বহু দিবস এসেছেন।

উগ্র। হাঁ তাতো আমি জ্ঞাত আছি।

সত্য। সম্প্রতি দিবসত্রয় হোলো মহারাজ ও রাজমহিষী সিন্ধুরাজের সহিত কথোপকথনে কালক্ষেপ কচ্ছিলেন, এমন সময়ে সিন্ধুরাজ মহা-রাজকে বল্লেন—বন্ধু আমি সিন্ধুরাজ্য হইতে বহুদিবস আসিয়াছি ও এস্থলে তব সনে অতীব আনন্দে অবস্থান কচ্চি। কিন্তু রাজ্যের কোন সমাচার না পাইয়া আমার মন অতীব উদ্বিগ্ন। বিশেষতঃ রাজার মন্ত্রী হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া প্রবাসে বাস করা অকর্ত্তব্য। অতএব এস্থলে আর অবস্থান করা শ্রেয়স্কর নহে, আপন রাজ্যে প্রস্থান করি।

উগ্র। ভাল, তাতে মহারাজ কি উত্তর দিলেন?

সত্য। মহারাজ বল্লেন আর ও কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলে যৎপরো-নাস্তি সন্তোষ লাভ করি।

উগ্র। তাতে সিন্ধুরাজ কি উত্তর দিলেন?

সত্য। সিন্ধুরাজ বল্লেন বন্ধু আমারও ঐ অভিলাষ কেবল রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কাপ্রযুক্তই গমন করিতে অভিলাষ কচ্চি।

উগ্র। ভাল, তার পর?

সত্য। তার পর মহারাজ আর দুই বার অনুরোধ কল্লেন, কিন্তু কিছুতেই সিন্ধুরাজ সম্মত হলেন না।

উগ্র। ভাল, তার পর?

সত্য। তার পর মহারাজ রাণীকে বল্লেন—প্রিয়ে! তুমি মদবন্ধু সিন্ধুরাজকে আরও কিয়দ্দিবস অবস্থানের জন্য অনুরোধ কর।

উগ্র। রাণী কি অনুরোধ কল্লেন?

সত্য। হাঁ মহারাজের বাক্য কি অবহেলন কত্তে পারেন? ইতি পূর্ব্বে মহারাজ চন্দ্রশেখর সিন্ধুরাজকে অবস্থানের জন্য এতদূর চেষ্টা করেছিলেন সিন্ধুরাজ কিছুতেই সম্মত হন নাই। কিন্তু যখন রাণী সুমধুর বচনে বিনয় পুরঃসর অবস্থান কত্তে অনুরোধ কল্লেন—তখন সিন্ধুরাজ আর অসম্মত হতে পাল্লেন না।

উগ্র। তবে সিন্ধুরাজ সম্মত হলেন? তার পর?

সত্য। তার পর মহারাজ ঐ ব্যাপার দেখে ভাবলেন যে সিন্ধুরাজের সহিত রাজ্ঞীর ব্যভিচার দোষই সম্ভব তা না হলে রাণীর বাক্যেই সিন্ধুরাজ সম্মত হবেন কেন? (দীর্ঘ নিশ্বাষ পরিত্যাগ) রাজ্ঞী কেবল স্বামীর সন্তোষের জন্য সিন্ধুরাজকে অনুরোধ কল্লেন, কিন্তু এক্ষণে বিপরীত ফল ফলিবার উপক্রম হল।

উগ্র। তবে আপনি যে বলেছিলেন মহারাজ ভ্রমবশতই এরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হয়েছেন তা অযথার্থ নয়।

সত্য। এদের উভয়ের কোন দোষই নাই। মহারাজের এ চিন্তা ভ্রমমূলক।

উগ্র। আজ্ঞে তার সন্দেহ কি? ভাল আপনি এসব ব্যাপার কি প্রকারে অবগত হলেন?

সত্য। (স্বগত) আমার বাক্যে বিশ্বাস হলোনা। (প্রকাশে) যে গৃহে ঐ কথা হচ্ছিলো আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হয়ে তাহারই পার্শ্বস্থ গৃহে উপস্থিত ছিলাম তাতেই সবিশেষ জ্ঞাত হয়েছি।

উগ্র। ভাল মহারাজ এক্ষণে কি করবেন স্থির কচ্চেন?

সত্য। বোধ হয় এদের অনিষ্টানুসন্ধান কচ্চেন।

উগ্র। আপনি সে সব বিষয় কিছু অবগত আছেন?

সত্য। (স্বগত) একে কি সমস্ত বল্‌তে হবে নাকি? (প্রকাশে) না আমি অন্য কিছু জানিনা তবে আমার প্রতি আদেশ করেছেন তুমি বৈকালে

এই গৃহে অপেক্ষা করো। আমার কোন গুপ্ত কার্য্য আছে। তাহা তোমা-কেই সম্পাদন কত্তে হবে। এইতে বোধ হয় যে এ গুপ্ত কার্য্য এঁদের অনিষ্টকর ব্যতীত আর কিছুই নয়।

উগ্র। তবে এক্ষণে কি মহারাজের অপেক্ষায় আছেন?

সত্য। হাঁ। বোধ হয় মহারাজ এখনি আসবেন।

উগ্র। মহারাজ এখনি আসবেন! তবে আর ও সব কথায় প্রয়োজন নাই অন্য আলাপ করা ভাল।

সত্য। কিন্তু এসব কথা কাহার ও নিকট প্রসঙ্গ করো না;

উগ্র। তাতে আবশ্যক কি?

নেপথ্যে। (দুন্দুভি নির্ঘোষ)

সত্য। এই যে মহারাজ আসছেন।

উগ্র। হা সত্যইত।

রাজা চন্দ্রশেখরের প্রবেশ।

উভয়ে। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ চিরবিজয়ী হোন্।

চন্দ্র। দেখ সত্য তোমায় একটী কার্য্য সম্পাদন কত্তে হবে।

সত্য। মহারাজ আজ্ঞে করুন্।

চন্দ্র। (স্বগত) উগ্রধ্বজ উপস্থিত ইহার সমক্ষে এসব গুপ্ত কথা বলা অনুচিত। ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করাই ভাল। (প্রকাশে) দেখ উগ্রধ্বজ অগ্রে তুমি এই কর্ম্মটী সম্পাদন কর।

উগ্র। আজ্ঞে করুন মহারাজ।

চন্দ্র। তুমি রাজ্ঞীর ও জীমূতকেতুর দুরভিসন্ধি জ্ঞাত আছ?

উগ্র। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

চন্দ্র। তবে সত্যদাস ও ধর্ম্মদাসকে গোদাবরীতীরস্থ মহর্ষি কপিলের আশ্রমে গমন করে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত রাণীর পাতিব্রত্য ও চরিত্র সম্বন্ধীয় নিদর্শন পত্র লইয়া আস্‌তে বল।

উগ্র। যে আজ্ঞে মহারাজ তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই।

চন্দ্র। হাঁ অবিলম্বে গমন কর।

[উগ্রধ্বজের প্রস্থান।

সত্য। (স্বগত) না জানি কি কর্ম্ম কত্তে আমাকে আজ্ঞা দেন। কিন্তু যাই আজ্ঞা করুন আমি কখন জ্ঞান থাক্‌তে পাপ কর্ম্ম কর্‌বোনা এতে প্রাণ যাক্ আর থাক্। (প্রকাশে) মহারাজ অধীনের প্রতি কি আজ্ঞা?

চন্দ্র। আমার আদেশ তুমি সম্যক্ রূপে প্রতিপালন কত্তে পারবেত?

সত্য। এ কোন্ বিচিত্র কথা? রজোরাশি পবনমুখে সততই ধাবমান হয়।

চন্দ্র। তুমি ত জীমূতকেতুর অসদভিপ্রায় অবগত আছ?

সত্য। আজ্ঞে অধীনের তা অজ্ঞাত নাই।

চন্দ্র। তবে জীমূতকেতুর কি প্রকারে শাস্তি দেওয়া বিধেয় বল দেখি?

সত্য। মহারাজ আমার মতে ও বিষয় বিস্মৃত হওয়াই ভাল।

চন্দ্র। বল কি সত্য? প্রবীণাবস্থায় তুমি কি এ সামান্য রাজনীতি-টা বিস্মৃত হলে যে রাজার দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করা বিধেয়।

সত্য। মহারাজ নীতি বিষয়ে আমার স্মরণশক্তি প্রবল আছে। তবে মহারাজ জীমূতকেতু যে দোষী সে বিষয়ে কিছু স্থিরতা নাই।

চন্দ্র। (ঈষৎকোপে) বল কি সত্য? তুমি পাগল হলে না কি? আমি স্বয়ং প্রমাণ পেলেম তুমি বল্লে জীমূতকেতু নির্দোষী।

সত্য। মহারাজ পৃথিবীতে কেউ তো আর অভ্রান্ত নয়। মহারাজের অনুমান ভ্রান্তি-মূলক ও হতে পারে।

চন্দ্র। (কোপাবিষ্ট হইয়া) তোমার বাক্য একেবারে অশ্রোতব্য। আমার নিকট ওসব কথার পুনরুল্লেখ করোনা। আমি যা বলি তাহার উত্তর দাও।

সত্য। মহারাজ আজ্ঞা করুন্। আমার বাক্য অবহেলন কল্লেন কিন্তু পরে মহারাজকে অনুতাপ কত্তে হবে। রাণীর——

চন্দ্র। আমি ওসব শুন্‌তে চাইনে। জীমূতকেতুর কিরূপে প্রাণ বিনাশ করা যায় তাই বল।

সত্য। (স্বগত) অ্যাঁ ইনি কি উন্মত্ত হলেন! কি আশ্চর্য্য! কি প্রকারে এরূপ ভয়ানক——

চন্দ্র। সত্য তুমি বাক্যহীন হলে দেখচি?

সত্য। না নিবেদন করি যে মহারাজ কি প্রকারে শত্রু বিনাশ কর্‌বেন স্থির করেচেন?

চন্দ্র। আমি স্থির করেছি যে বিষপ্রয়োগে জীমূতকেতুর অশুবিনাশ করাই শ্রেয়ঃ। তা হলে কেউ কিছু সন্দেহ কর্‌বে না।

সত্য। হাঁ ঐ উপায়ই ভাল।

চন্দ্র। তবে তুমিই নিভৃতে এ কার্য্য সম্পাদন করো।

সত্য। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ পাপ কর্ম্ম শেষে আমাকেই কত্তে হবে? তা আমি প্রাণান্তেও পারবো না।

চন্দ্র। সত্য তুমি যে নিরুত্তর হলে? কি তুমি পারবে না?

সত্য। নবল্‌চি কচ্চি যে এমন সুহৃদের সহসা প্রাণ নাশটা কর্‌বেন?

চন্দ্র। (ঈষৎ কোপে) সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি? আমার কার্য্য তুমি সুরূপে সম্পাদন কত্তে পারবে কি না?

সত্য। মহারাজ অধীনের কথা শুনুন্ মহারাজের অনেক উপকার হবে। বানর বুদ্ধিতেও রামচন্দ্র অনেক উপকৃত হয়েছিলেন।

রাজা। (অতি উগ্রভাবে) তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর?

সত্য। কার সাধ্য জলধির গতি রোধ করে?

চন্দ্র। তোমার ওসব কথায় প্রয়োজন কি? আমি যাহা আদেশ কল্লেম্ তার যেন অন্যথা না হয়।

সত্য। (স্বগত) প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করা অতীব গর্হিত। কিন্তু আজ্ঞা সম্পাদনে অতি গুরুতর পাপে পতিত হতে হয়। ঈশ্বর কি আমায় প্রাণী হত্যার পাপসাগরে মগ্ন করবার জন্য মহারাজকে এ কুমতি দিলেন।

চন্দ্র। সত্য তুমি কি ভাবচো? আমি যা বল্লেম্ তা পারবে কি না?

সত্য। (স্বগত) রাজার যে প্রকার ক্রোধ দেখচি তাতে এখন ত সম্মত হতেই হচ্ছে। এখন ত সম্মত হই পরে উপায়ান্তর করা যাবে। (প্রকাশে) কল্যাই মহারাজের অভিলাষ সম্পূর্ণ করবো। (মৃদুস্বরে) না।

চন্দ্র। দেখ যেন মিথ্যা না হয়।

সত্য। মহারাজ ভূয়ো ভূয়ঃ আমাকে বল্‌তে হবে কেন।

চন্দ্র। আচ্ছা আমি এক্ষণে ক্রীড়া কাননে যাবো, কল্য রাণীকে কারাবদ্ধ কত্তে আদেশ কর্‌বো। বোধ হয় জীমূতকেতু এস্থলে এখনি আসবে। যা হোক তুমি স্বকার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করো।

সত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[রাজা চন্দ্রশেখরের প্রস্থান।

সত্য। (স্বগত) মহারাজ আমাকে যে কার্য্যের আদেশ কল্লেন তাহা সম্পাদন করা অবিধেয়। এদিকে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনেও দোষ আছে। কি করি? আমার ত কোন দিকেই নিস্তার নাই। আমার মারিচ রাক্ষসের দশা ঘট্‌লো। যদি মহারাজের আজ্ঞা সম্পাদন না করি তা হলে হয়ত আমার প্রাণ দণ্ড হবে, আর যদি মহারাজের আদেশ পালন করি তাহলে পশুবৎ পাপানুষ্ঠান কত্তে হয়। হায় আমার কি বিপদই ঘট্‌লো। হা বিধাতঃ! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি যে আমায় এরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন কল্লে। আমি জন্মাবধি কখন কোন পাপ কর্ম্ম করি নাই, এক্ষণে কি সিন্ধুরাজকে বিষ প্রয়োগ করে পাপরাশি সঞ্চয় করবো। প্রাণান্তেও এই পাপরূপ কালকূট পান কত্তে পারবো না। বিশেষতঃ সিন্ধুরাজ নির্দ্দোষী। ভাল, সিন্ধুরাজের হত্যা ব্যতীত আর কি কোন উপায় নাই যাহাতে উভয়ে নিস্তার পাওয়া যায়। (চিন্তা) যদি আমি কোথাও পলায়ন করি? তাহলে আমার জীবন বাঁচে বটে কিন্তু সিন্ধুরাজের জীবন রক্ষা করা হয় না। আচ্ছা যদি উভয়ে সিন্ধুরাজ্যে গমন করি? হ্যাঁ তাহলে আর কোন বিপদ থাকে না। (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) মহারাজ বল্লেন যে সিন্ধুরাজ শীঘ্র আসবেন তা কই তিনি এখনও এলেন না। তাঁকে এ বিষয় আদ্যোপান্ত বল্‌তে হবে। আর পলায়নই শ্রেয়ঃ।

নেপথ্যে। (দুন্দুভি নির্ঘোষ)।

সত্য। শব্দটা কিসের দেখা যাক্। (নেপথ্যে অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ জীমূতকেতু আসচেন?

সিন্ধুরাজ জীমূতকেতুর প্রবেশ।

মহারাজের জয় হোক্ মহারাজ চিরবিজয়ী হোন্।

জীমূ। সত্য তোমাকে একটী প্রশ্ন করি, তুমি তার স্বরূপ উত্তর দেবে তো?

সত্য। মহারাজ এমন ও কথা, অধীন যাহা জ্ঞাত আছে তাহা যথার্থই বল্‌বে।

জীমূ। তুমি তা বিশেষ জান বোধ হয়।

সত্য। জ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই বল্‌বো।

জীমূ। কিন্তু যেন কারও নিকট তা প্রকাশ করোনা।

সত্য। তাতে আমার আবশ্যক কি?

জীমূ। আমি যে অবধি এখানে এসেচি প্রিয়সুহৃদ চন্দ্রশেখরকে সর্ব্বদা আনন্দিত দেখেচি। কিন্তু গত দুই তিন দিন সেরূপ দেখ্‌চি না। এর কারণ কিছুইত বুঝতে পারিনে। যদি তুমি এ বিষয় কিছু অবগত থাক তাহলে সবিশেষ বলে আমার মনকে স্থির কর।

সত্য। (স্বগত) আমি ভেবেছিনু যে ইনি এ বিষয় কিছু অবগত হন নি। তা মেঘরাজের গর্জ্জন কি এ ভূমণ্ডলে কারও অবিদিত থাকে? (চিন্তা)।

জীমূ। সত্য তুমি কি ভাবচো? তুমি কি এ বিষয় জাননা?

সত্য। আজ্ঞে মহারাজ—— আমি সমস্তই জানি— তবে কি না— তবে কি না————

জীমূ। তবে কি তুমি বল্‌বে না? —— কি বল্‌চো শীঘ্র বল।

সত্য। আজ্ঞে মহারাজ বল্‌বোনা কেন? তবে কি না তাহা মহারাজের সম্মুখে বলা অনুচিত।

জীমূ। কিছুই অনুচিত নয়। তুমি শীঘ্র বল আর বিলম্ব করোনা।

সত্য। (স্বগত) বলি তা না হলে আমারও রক্ষা নাই। (প্রকাশে) মহারাজ যদি শুনবেন তবে আমি আদ্যোপান্ত বল্‌চি সমুদয় শুনুন। মহারাজ আপনি যখন স্বরাজ্যে গমন কত্তে অভিলাষ করেন তখন মহারাজ চন্দ্রশেখর আপনাকে অবস্থান জন্য বারম্বার অনুরোধ করেন।

জীমূ। হাঁ তোমার মহারাজ অনুরোধ করেন। তাতে আর আমার দোষ কি?

সত্য। আজ্ঞে না তাতে মহারাজের দোষ কি? তবে কি না মহারাজ চন্দ্রশেখরের অনুরোধ রাখেন নাই।

জীমূ। হাঁ রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কা প্রযুক্তই আমি সুহৃদ্বরের অনুরোধ রক্ষা কত্তে সক্ষম হই নাই।

সত্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু রাজ্ঞী বল্‌বা মাত্রই অবস্থান কত্তে সম্মত হন।

জীমূ। হ্যাঁ রাজ্ঞী কাতরস্বরে অনুরোধ করাতে তা অস্বীকার কত্তে পারি নাই।

সত্য। তাইতে মহারাজ অলীকাশঙ্কার বশবর্ত্তী হয়ে মহারাজের সহিত রাণীর ব্যভিচার দোষ ভাবেন।

জীমূ। (সাশ্চর্য্যে) অ্যাঁ এই বুঝি তাঁর ক্রোধের কারণ?

সত্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

জীমূ। সত্য দুঃখানলে আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হচ্চে।

সত্য। এত দুঃখেরই কথা। যাহোক্ আমার প্রতি একটী আদেশ আছে তার উপায় স্থির কত্তে পাচ্চিনে?

জীমূ। কি আদেশ?

সত্য। তা রাজ সম্মুখে বলা অনুচিত।

জীমূ। তাত মৎ সম্বন্ধায়?

সত্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

জীমূ। তবে তুমি শীঘ্র বল।

সত্য। (স্বগত) আর না বলেই বা করি কি? আমারও তো নিস্তার নাই। (প্রকাশে) আমাকে আদেশ করেছেন যে তুমি বিষ প্রয়োগে সিন্ধুরাজের প্রাণ বিনাশ কর্‌বে।

জীমূ। তা এর আর উপায় স্থির করা কি? আমাকে শীঘ্র বিষ দাও আমি স্বইচ্ছায় বিষ পান করি তা না হলে তোমার প্রাণ দণ্ড হবে। আর দেখ যে ব্যক্তির সহিত শিশুকালাবধি এতদূর প্রণয় সে যদি এরূপ শত্রুবৎ ব্যবহার কল্লে তবে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি?

সত্য। মহারাজ তাওকি হয়? একেবারে নৈরাশ হন কেন? এর উপায় আছে তাতে সব দিক রক্ষা হবে।

জীমূ। কি উপায় শীঘ্র বল।

সত্য। যদি আমি মহারাজের সহিত সিন্ধুরাজ্যে যাই তাহলে মহারাজের কোন চিন্তা নাই আর আমারও পরিত্রাণ হয়।

জীমূ। এ অতি উত্তম পরামর্শ। কিন্তু নিভৃতে যেতে হবে।

সত্য। কল্য অতি প্রত্যূষে সিন্ধুরাজ্যে প্রস্থান করা যাবে।

জীমূ। হাঁ তা বই কি। তবে চন্দনককে ডাক।

সত্য। যে আজ্ঞা। (নেপথ্যাভিমুখে লক্ষ্য করিয়া) চন্দনক শীঘ্র এদিকে এস। মহারাজ ডাকচেন।

নেপথ্যে। এই যাই।

চন্দনকের প্রবেশ।

চন্দ। মহারাজের জয় হোক। মহারাজের অধীনের প্রতি কি আদেশ?

জীমূ। তুমি অদ্যই যাত্রার উদ্যোগ কর, যানবাহীদিগকে সব ঠিক কর। আমি ও সত্য, কাল অতি প্রত্যূষে সিন্ধুদেশে যাত্রা করবো। দেখ কেউ যেন জান্‌তে না পারে।

চন্দ। যে আজ্ঞে মহারাজ। তবে এক্ষণে চল্লেম।

[চন্দনকের প্রস্থান।

নেপথ্যে। গীত।

পূরবী—আড়াঠেকা।

অস্তগত দিনমণি দিবা অবসানে।
বিরহীরে এবে স্মর বধিছে কুসুমবানে॥
ভাবি বিচ্ছেদের তরে, দারুণ দুঃখের ভরে,
চক্রবাক চক্রবাকী, ভাবে বিরস বদনে।
কূজনি বিহগগণ, ঝাঁকে আসি অগণন,
আপনাপন্ কুলায়ে, প্রবেশে হরিষ মনে॥

সত্য। মহারাজ প্রদোষ উপস্থিত আমি এক্ষণে গৃহে যাই ও কাল প্রত্যূষে যাত্রার উদ্যোগ করিগে।

জীমূ। আচ্ছা তুমি যাও। কিন্তু দেখ এ বিষয় যেন কেউ জান্‌তে না পারে।

সত্য। তাও কি হয়?

[সত্য প্রকাশের প্রস্থান।

জীমূ। (স্বগত) আহা! কালের কি বিচিত্র গতি। যাঁর সহিত এক কালে একত্রে শয়ন উপবেশন এমন কি একপাত্রে ভোজন করেছি, তাঁর সহিত এক্ষণে চিরবিচ্ছেদ উপস্থিত। তিনি বন্ধুর প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার কল্লেন। হাবিধাতঃ! আমার প্রতি আজ এত বাম কেন? আমি তো জন্মাবধি কখন কোন পাপানুষ্ঠান করিনি। এখন বুঝলেম্ যে এ কেবল তোমার বিড়ম্বনা মাত্র। যা হোক আমার সুপ্রসন্ন কপাল বল্‌তে হবে যে সত্যপ্রকাশ আমার প্রতি এরূপ দয়া প্রকাশ কল্লে। উগ্রধ্বজ হ্‌লে আমার তখনই প্রাণ শেষ কত্তো। তার দয়াও নাই ধর্ম্মও নাই। সত্য-প্রকাশ অতীব ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী। (পরিক্রমণ) কি বল্‌বো যে আমি এখন শত্রুকবলে অবস্থান কচ্চি তা না হলে কি আমি কখন ভীত হই। যেখানে বান্ধবহীন ও ধনহীন সেখানে বিক্রম প্রকাশ করা অতি অকর্ত্তব্য। যাহোক এখন তো যাবার উদ্যোগ হচ্চে। যাই কালকূট পরিপূর্ণ বয়স্যের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিগে।

[মহারাজ জীমূতকেতুর প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক ১ম পরিদৃশ্য।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম পরিদৃশ্য।

মাহেশ্বরীপুরী—কারাগার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

উগ্রধ্বজের প্রবেশ।

উগ্র। (স্বগতঃ) সত্যপ্রকাশ যখন আমায় একথা বল্লে, তখনি আমার কেমন সন্দেহ উপস্থিত হোলো আর বাস্তবিক সেই জন্যেই আমি তাকেবারম্বার জিজ্ঞাসা কল্লেম্ যে তুমি এবিষয় কিরূপে জান্‌লে? কিন্তু তখন আমায় এক রকম বুঝ্যেয়ে দিলে। সত্যপ্রকাশ যে এই মন্ত্রণার ভেতর ছেলো তার আর কোন সন্দেহ নাই, তা না হলে উভয়ে পালাবে কেন? সত্যপ্রকাশের মুখ অমৃত আর হৃদয় বিষে পরিপূর্ণ। (পরিক্রমণ) তিন জনে মন্ত্রণা করেছিলো মহারাজের প্রাণ বিনাশ করে সিন্ধুরাজ এখানকার রাজা হবেন? (সরোষে) আরে তুই আবার রাজা হবি? বামন হয়ে চাঁদে হাত? শৃগাল হয়ে সিংহ হতে চাস্? মানুষ হয়ে পারিজাত আকাঙ্ক্ষা করিস্? তোর্ এতবড় যোগ্যতা যে তুই মহারাজ চন্দ্রশেখরকে হত্যা কত্তে উদ্যত হোস্? কি বল্‌বো পালিইয়ে গেলি তা না হলে দেখতিস্ এই হস্ত তোর শিরচ্ছেদ কত্তো। রাণী যে প্রকার দোষ করেছেন তাঁর তেমনি প্রতিফল ভোগ কচ্ছেন। মহারাজ তাঁকে কারাবদ্ধ করেছেন। (পরিক্রমণ) আবার তাও বলি আমার বড় কপালের জোর! ওদের সঙ্গে যোগ দিলে আমার যে কি দুর্গতি হোতো তা বলা যায় না। যাহোক সত্যদাস ও ধর্ম্মদাস মহর্ষি কপিলের নিকট গ্যাছে দেখাযাক তারা এখন কিজেনে আসে? (চিন্তা করিয়া) জানবে আর কি? মহর্ষি যা লিখবে তা আমি এই খান থেকেই বলে দিতে পারি। এঁরা যে দোষী তার আর কোন ভুল নাই। যাহোক এখন যে কর্ম্ম কত্তে

এহ্ তাই করি। মহারাজ বল্লেন যে শোধনককে অতি সতর্কে থাকতে বোলো আর কারাগারে কাকেও যেন প্রবেশ কত্তে না দেয়। তা এই থান থেকেই শোধনককে ডাকি। (নেপথ্য লক্ষ্য করিয়া) শোধনক এদিকে একবার এস।

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

শোধনকের প্রবেশ।

শোধ। মশাই আমায় ডাকচেন ?

উগ্র। হেঁ। মহারাজ আজ্ঞা দিলেন যে তুমি কাকেও কারাগারের ভেতর প্রবেশ কত্তে দিও না।

শোধ। যে আজ্ঞে।

উগ্র। কেবল রাজমহিষীর সহচরীগণকে গমনাগমন কত্তে দিও।

শোধ। যে আজ্ঞে।

উগ্র। আচ্ছা তবে আমি এক্ষণে মহারাজকে বলিগে তুমি তোমার কর্ম্মানুষ্ঠানে মনোযোগী থেকো।

শোধ। (স্বগত) এঁ এ হুকুম কেন হোলো ? রাণীর কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে বলে নাকি ? কন্যা হোলোইবা। অন্য লোকের গমনাগমনে কি কোন বিপদ ঘট্বার সম্ভাবনা। যা হোক আমার চিন্তার প্রয়োজন নেই। যাই আপনার কাযে সতর্ক থাকিগে।

[শোধনকের প্রস্থান।

গুণশীলার প্রবেশ।

গুণ। (স্বগত) রাজার কি বিবেচনা। ওমা রাজা হয়ে এমন অন্যাই কায করে গা ? কোথা যাব ? এমন সতী লক্ষীর কি তা সম্ভব ? আমাদের মনে ত এমন ঠেঁই পায় না। পোয়াতী মেয়ে মানুষকে কি করে কয়েদ কল্লে গা ? (কপোলে হস্ত প্রদান) তাইত আমায় অবাক কল্লে। ছি! ছি! ছি! গরিবদেরওত শরীরে দয়া আছে, রাজার কি এটুটুও দয়া নেই। মরুগগে রাজা কি এটাও ভাবলেন না যে রাণী জেলখানায় কি করে থাকবেন। রাজার মেয়ে, রাজার বউ তার কি কপালে শেষে এই লেখা ছেলো ? তাইত কি করে এমন কায কল্লে ? আবার শুন্লেম্ যে জীমূত

মহারাজকে বিষ খাওয়াতে মন্ত্রী মশাইকে হুকুম দিয়েছিলেন। তা তাঁরা নাকি দুজনে পালিয়েছেন। যাহোক তাঁরা বেঁচেচেন? এমন রাজার নিকট থাকতে নেই। তা যা হয়েছে তার তো চারা নেই আর ভাবলেই বা কি হবে। এখন যা মনে করে এনু তাই করি। শুনলেম যে রাণীর একটী মেয়ে হয়েছে তাই মেয়েটাকে নিতে এসেছি। মেয়েটীকে দেখালে যদি রাজার রাগ যায়। মেয়েটীকে অবিশ্যি কোলে নেবেন। যাহোক আমায় তো জেলখানার ভেতর ঢুক্‌তে দেবে না। নতুন হুকুম হয়েছে এই শুনে এনু। তবে এইখান থেকেই বুদ্ধিমতীকে ডাকি। (নেপথ্যাভিমুখে লক্ষ্য করিয়া) ওলো বুদ্ধিমতী একবার এই বাইরে আয়ত না?

নেপথ্যে। কে লো গুণশীলা ডাকচিস্?

গুণ। হেঁ লো আমি ডাকচি।

নেপথ্যে। এই যাই।

বুদ্ধিমতীর প্রবেশ।

বুদ্ধি। আমায় ডাকছিলি কেন লা?

গুণ। রাণী কোথা তাই জানবার জন্যে।

বুদ্ধি। রাণী ঐ (নেপথ্য দিকে হস্ত প্রদর্শন করিয়া) ঘরে আছেন। কেন লা তোর কি দরকার?

গুণ। আমার বড় দরকার।

বুদ্ধি। কি দরকার?

গুণ। তোকে সে কথা বল্‌তে আসিনি।

বুদ্ধি। আমার মাথা খাস্ বল।

গুণ। তোকে সে সব কথা বল্‌তে আসিনি।

বুদ্ধি। মর্ আমি কি কাকেও বল্‌তে যাচ্চি।

গুণ। তবে শোন লো শোন। রাজা তো মিছেমিছি রাণীকে কয়েদ করেছেন।

বুদ্ধি। মর্ আমি কি তা জানিনে। তুই রাণীকে কেন খুজচিস তাই বল।

গুণ। শুনলেম যে রাণীর একটী মেয়ে হয়েছে। তাই মেয়েটীকে রাজার কাছে নে যাই। মেয়েকে দেখ্‌লে অবিশ্যি কতকটা রাগ যাবে।

বুদ্ধি। হেঁ তা যেতে পারে বটে। এই জন্যে বুঝি রাণীকে খুজচিস্‌?

গুণ। হেঁ লো হেঁ। শুনেচিসতো।

বুদ্ধি। তো এখানে ডাঁড়িয়ে কি কর্‌বি রাণীর কাছে চল্‌না।

গুণ। আজ থেকে যে নতুন হুকুম হয়েছে। অন্য লোকের জেল-খানার ভেতর যাবার যো নেই।

বুদ্ধি। তোকে এর মধ্যে কে বল্লে?

গুণ। আমি এই মত্তর শুনে এনু।

বুদ্ধি। কে বল্লে?

গুণ। যে বলুক না কেন সে কথায় তোর কায কি?

বুদ্ধি। উগ্রধ্বজ মশাই বুঝি।

গুণ। হেঁ। বলি এ কথা সত্যি তো।

বুদ্ধি। হেঁ লো হেঁ।

গুণ। এখন রাণীর সঙ্গে কি করে দেখা হয় বল্‌ দেখি?

বুদ্ধি। এক কর্ম্ম কর্‌ না।

গুণ। কি কোরবো বল্‌ দেখি।

বুদ্ধি। তুই এইখানে দাঁড়া আমি রাণীকে তোর কথা বলিগে। যদি পাঠাতে চান্‌ তবে তিনি কোনরূপ উপায় কর্‌বেন। তোকে বোধ হয় জেলখানায় ঢুকতে দেবে।

[বুদ্ধিমতীর প্রস্থান।

গুণ। (স্বগত) বুদ্ধিমতী আমার একথা বল্‌লে রাণী অবিশ্যি পাঠাতে চাবেন। আর মেয়ে দেখলেই অবিশ্যি রাজার রাগ যাবে। চাইকি এইতেই রাণীকে জেলখানা থেকেই খালাস দেবেন। ঈশ্বর যেন রাণীর মঙ্গল করেন্‌। রাজার মেয়ে হয়ে কি এত যাতনা সহ্য কত্তে পারেন? রাণীর দোষ নেই আমরা বেশ জানি। কিন্তু উনি কোন মতে বল্‌বেন না যে রাণীর দোষ নেই রাজার সঙ্গে বেড়ান কিনা তা যেমন সঙ্গ পেয়েছেন তা তেমনি হবেন নাতোকি আর ভাল হবেন? কথায় বলে

অসৎসঙ্গে নরক তা ঠিক হয়েছে। যাহোক আমি এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো বুদ্ধিমতী নিজে আসবে কি না।

নেপথ্যে। পদশব্দ।

গুণ। (নেপথ্য দিকে দেখিয়া স্বগত) এ কে আসছে? ও হো এ যে জেলখানার দরান শোধনক।

শোধনকের পুনঃপ্রবেশ।

শোধ। গুণশীলা তোমায় রাণী ডাকচেন তুমি এস।

গুণ। আচ্ছা চল।

শোধ। তুমি এই দিক দিয়ে এস আমি লুকয়ে নে যাচ্চি যদি কেউ জানতে পারে তবে অনর্থ হবে। তা তোমার ভয় নেই তুমি রাণীর সহচরী।

গুণ। চল ঐ দিক দিয়েই যাচ্চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক ১ম পরিদৃশ্য।

দ্বিতীয় পরিদৃশ্য।

মাহেশ্বরীপুরী—— রাজসভা।

রাজা চন্দ্রশেখর আসীন।

রাজা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমি এই তাবৎ দাক্ষিণাত্যের রাজা, এই বিস্তৃত রাজ্য আমার অধিকারভুক্ত, আমার রাণী এমন দুশ্চরিত্রা এ কি আমার সামান্য কলঙ্ক! এরূপ স্ত্রীবধে পাপ নেই। হায়! আমি রত্নভ্রমে কালফণী কণ্ঠে ধারণ করেছিনু। রে বিধি! কি জন্য আমায় এমন অস্পর্শা স্ত্রীর সঙ্গে সমাগম ঘটাইয়াছিলি? তা দুষ্কর্ম্ম কল্লেই সমুচিত দণ্ড পেতে হয়। তাই বেস্ এখন কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। অহল্যা সহস্র বৎসর পাষাণ হয়েছিল দুশ্চরিত্রাদের এরূপ দণ্ড দেওয়াই উচিত। (নিস্তব্ধ) আর সত্যপ্রকাশ যে কিরূপ লোক তা এতদিন পরে বেস জেনেছি। সত্যপ্রকাশ একটী পয়োমুখ বিষকুম্ভ। কেমন সুমধুর বাক্যে আমায় পরিতুষ্ট কত্তো। এতদিন আমার দাসত্ব করে বৃদ্ধকালে আমারই মস্তক ছেদনে উদ্যত হয়। দাসকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয়। জীমূতকেতুর রাজ্যলাভে সত্যপ্রকাশ যে ছিলো তাহা যথার্থ। আমার নিকট দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে কি তোর আমার অনিষ্টেই প্রবৃত্তি হোলো। উগ্রধ্বজ যা বল্লে তা সকলই যথার্থ। যাহোক উগ্রধ্বজ যে অনেক দিন গ্যাছে এখনও পুনরাগমন কল্লে না কেন? (চিন্তা) কিন্তু যেমন গুণশীলা আহ্লাদের সহিত কন্যাটীকে এনেছিল তেম্‌নি ক্ষুব্ধ হয়েছে। গুণশীলা যখন হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে মহিষীর এই কন্যাটী প্রসব হোলো এখন কন্যাটী দর্শন করুন। আমি তখন যেন আহ্লাদের সহিত দেখনু। কিন্তু গুণশীলার গমনের পরক্ষণেই উগ্রধ্বজকে কন্যাটীকে সাগরতীরস্থ মাঠে ক্ষেপনের জন্য দিনু। তথায় নিরাহারে নিশ্চয়ই মরবে।

যাহোক কন্যাটী না নিয়ে কি ভাল কায করেছি? (চিন্তা) ভালই করেছি। গ্রহণ করা দূরে থাক স্পর্শ করা হতে পারে না। (নিস্তব্ধ) যা হোক গরলাধার সত্যপ্রকাশের সহিত জীমূতকেতুর পলায়ন অবধি রাণীর ব্যভিচার দোষ আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে অদ্য বিচারের জন্য রাণীকে সভায় আনয়ন কত্তে শোধনককে আদেশ করেছি। তা কই এখন ও শোধনক রাণীকে আনয়ন করেনা কেন? আর যে মহামুনি পরোক্ষদর্শী কপিলের নিকট ধর্ম্মদাস ও সত্যদাসকে পাঠিয়েছি কই তারাও তো ফিরে এলো না এর কারণ কি? তাদের জন্য আর অপেক্ষা করবো না। অদ্যই বিচার করবো।

নেপথ্যে। পদশব্দ।

এই যে শোধনক রাণীকে নিয়ে আসছে। দুশ্চরিত্রা মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়।

মহাদেবী, গুণশীলা, বুদ্ধিমতী ও শোধনকের প্রবেশ।

শোধ। মহারাজ মহারাণী উপস্থিত। দাস বিদায় হয়।

রাজা। হাঁ যাও।

[শোধনকের প্রস্থান।

রাণী। আমি কি দুর্ভাগ্যবতী। রাজার কন্যা রাজার স্ত্রী হয়ে চোরের ন্যায় কারাগারে আবদ্ধ। এ কেবল স্বকপালজনিত দোষ বই ত নয়। আর কার দোষ দিব। পূর্ব্বজন্মে বিস্তর পাপানুষ্ঠান করেছিনু তাই এজন্মে তার প্রতিফল ভোগ কচ্চি। হা বিধাত! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমায় বিনা দোষে এত দুঃখ দিতেছ। হা জীবন! তুমি আমা হইতে এখনি বাহির হও, বিনা দোষে আর দুঃখ সহ্য হয় না এমন ঘৃণিত জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হা জীবন তুমি এখনও বাহির হলে না? তুমি বড় কঠিন। দেখছি এ অভাগীর দুঃখের ইয়ত্তা নেই। এ কলঙ্করাশি সঞ্চয় করে জীবনে প্রয়োজন কি? (রোদন) বৎসা মদন মঞ্জরীর মুখদর্শন করিয়া এত দুঃখ সব ভুলিয়াছিলাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য হেতু মহারাজ বৎসাকে বনবাস

দিলেন। স্তন্যপায়ী বালিকা সে কিছুই জানে না তাকে মহারাজ বিনা দোষে দণ্ড দিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করেছেন। বৎসা যখন সেই বিজন বনে রোদন করবে তখন তাকে কেই বা শান্ত্বনা করবে কেই বা স্তন্যপান করাইবে। হয়ত অনশনে প্রাণ বিয়োগ হবে কি কোন হিংস্রক জন্তু সংহার করিবে। বৎসার মুখদর্শনে তাপিত হৃদয় কথঞ্চিৎ শীতল করতাম তাও বিধাতা মৎ ক্রোড় হতে অপহরণ কল্লেন। এ সকলই আমার কপালের দোষ। এ দুঃখানল আর সহ্য হয় না। হায়——। (রোদন)

গুণ। দেবী আর কাঁদলে কি হবে।

বুদ্ধি। দেবী একটু স্থির হোন্।

রাণী। এ দুঃখানল আর সহ্য হয় না। প্রাণ বহির্গত হলেই বাঁচি (রোদন)

গুণ। অমন অমঙ্গল কথা বলেন কেন?

রাণী। মৃত্যুই আমার মঙ্গল।

গুণ। (জনান্তিকে বুদ্ধিমতীর প্রতি) রাজার কি বিবেচনা। এমন সতী লক্ষ্মী স্ত্রীর কি তা সম্ভব?

বুদ্ধি। আমার মনে তো ভাই ঠেঁই পায় না।

রাজা। (স্বগত) রাণীর দুঃখ দেখলে আমার মন আর্দ্র হয়। সে যাহোক এখনই আমি বিচার করবো।

সত্যদাস ও ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

উভয়ে। মহারাজের জয় হোক মহারাজ চিরবিজয়ী হোন্।

রাজা। সংবাদ কি বল দেখি?

সত্য। মহারাজ সকলই সুসংবাদ। মহামুনি কপিল (হস্তস্থিত লিপি উত্তোলন করিয়া) এই লিপি স্বহস্তে লিখেছেন।

রাজা। ভাল লিপির বন্ধন মোচন করে পাঠ কর।

সত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ! (লিপির বন্ধন মোচন এবং পাঠ) "মহাদেবী পরমপবিত্রা স্ত্রী, তাঁর সমান সতী স্ত্রী আর নেই। তাঁহার কোন দোষ নেই, তিনি নিষ্কলঙ্কিনী। মহারাজ জীমূতকেতু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। সত্য

প্রকাশ অতীব, ধার্ম্মিক। মহারাজ চন্দ্রশেখর মিথ্যাশঙ্কার বশীভূত হইয়াছেন। সে যাহা হউক নিজ দোষে যাহাকে হৃত হয়েছেন তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত না হইলে উত্তরাধিকারীর অভাব হইবে ও বংশলোপ হইবে"।

গুণ। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ রাণীর ত দোষ নেই।

ধর্ম্ম। সত্য যেন চিরদিন উদ্দীপিত থাকে।

রাজা। সত্যদাস তুমি যথার্থ পাঠ কচ্চো ত।

সত্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

রাজা। (ধর্ম্ম ও সত্যর প্রতি) কপিলদেব তোমাদের সমক্ষে স্বহস্তে লিখেছেন ত।

ধর্ম্ম ও সত্য। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।

রাজা। আমার বিশ্বাষ হয় না।

ধর্ম্ম। কি জন্য মহারাজ?

রাজা। এসব কল্পিত কথা মাত্র।

সত্য। মহারাজ আমরা উভয়ে কপিলদেবকে স্বহস্তে লিখ্তে দেখেছি।

রাজা। আমার তা বোধ হয় না। রাণীর মুক্তির নিমিত্ত এই বাক্য গুলি কেহ কল্পনা করেচে।

ধর্ম্ম। মহারাজ অধীনের কথা শুনুন।

রাজা। তোমাদের বাক্য অশ্রোতব্য।

সত্য। মহারাজ, কপিলদেবের লিপি অযথার্থ করলেন?

রাজা। তোমাদের কথা শুনিবার আবশ্যক নাই।

সত্য। মহারাজ এখন শুনলেন না কিন্তু পশ্চাতে অনুতাপ কর্ত্তে হবে।

রাজা। (ক্রোধিত হইয়া) তোমার কথা কহিবার আবশ্যক নাই। পুনঃপুন নিষেধ করচি।

গুণ। (জনান্তিকে বুদ্ধিমতীর প্রতি) আহা মহারাজের কি বুদ্ধি মহারাজ কপিলদেবের কথা গুলি একেবারে মিথ্যা করলেন।

বুদ্ধি। তাইত আশ্চর্য্যি কল্লে যে গা!

রাজা। এ লিপি কখনই সত্য নয়। এ লিপির মত কখনই হতে পারে না। আমি রাণীর যথার্থ বিচার করবো।

রাণী। কপিলদেবের লিপি অযথার্থ হোলো। আমি কি এত অপরাধী যে সর্ব্ব সমক্ষে আমার নির্দ্দোষীতা সাপেক্ষ কত্তে হোলো কি ঘৃণিত জীবন? এ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে ভাল। কি কঠিন প্রাণ? কিছুতেই মৃত্যু হয় না কই কিছুতেই দলিত হোলো না। মৃত্যুও হোলো না আমি কি দুর্ভাগাবতী। হায়——————————(মূর্চ্ছা)

গুণ। এঁ কি হোলো? কি সর্ব্বনাশ? (রোদন)

বুদ্ধি। মহারাণী উঠুন উঠুন। (রোদন) কই কিছুতেই ত মহিষীর চেতন হোলো না।

সত্য। কি সর্ব্বনাশ। মহারাজ সতীস্ত্রীর প্রতি বিনাদোষে নিষ্ঠুরাচরণ করলেন সেই জন্য ইনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।

রাজা। সত্য তুমি কিছু বুঝতে পাচ্চনা। দৈব নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে?

সত্য। মহারাজ রাণীর ত কিছুতেই মূর্চ্ছা অপনিত হোলো না।

গুণ। মহারাজ দেখুন রাণী মৃতপ্রায়।

রাজা। রাণীকে এখান থেকে লয়ে যাও।

গুণ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[গুণশীলা ও বুদ্ধিমতীর রাণীকে ধরাধরি করিয়া লইয়া প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এ লিপি যথার্থ।

ক্রন্দন করিতে করিতে গুণশীলার পুনঃপ্রবেশ।

গুণশীলে! তুমি রোদন কচ্চো কেন?

গুণ। মহারাজ রাণী পৃথিবী ত্যাগ করলেন।

রাজা। এঁ কি বল্লে?

গুণ। রাণীর মৃত্যু হোলো।

রাজা। রাণীর মৃত্যু হয়েছে?

গুণ। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

রাজা। (স্বগত) হায় আমার নিষ্ঠুর আচরণে রাণীর হৃদ্‌লতা দলিত হয়েছিল এখন অবশিষ্ট জীবন শেষ হোলো। রাণীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক কিছুমাত্র দোষ নাই। হৃদয় কখনই কদভিলাষ পরিপূর্ণ নয়। আমিই পাপমতি আমিই ক্রূর স্বভাব। আমিই রাণীর মৃত্যুর মূল, আমিই সেই সতীর আদর্শ স্বরূপ স্ত্রী বিনাশের প্রধান হেতু। আমিই স্ত্রী বধের প্রধান কারণ আমি মিথ্যাপিশাচীর বশীভূত হয়ে কি না করেছি অবলাকে কি যাতনাই না দিয়েছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এ পাপসিন্ধু হতে কখনই উদ্ধার হবনা। আমি ক্রোধের বশীভূত হয়ে কি কাণ্ডই করেছি। এতদিন কি আমি অজ্ঞান হয়েছিনু? কিছুমাত্র চেতন ছিল না? সত্যদাস ও ধর্ম্মদাস আমায় কত বুঝালে গুণশীলা কত বুঝালে তখন উহাদের বাক্য বিষাক্ত বোধ হোলো তখন ক্রোধে বধির হয়েছিনু ঈর্ষায় অন্ধ হয়েছিনু। এই ক্রোধে আমি প্রিয় সুহৃদ্ জীমূতকেতুকে হারানু। এই ক্রোধে সত্যপ্রকাশকে হারানু এই ক্রোধে সন্ততি হত্যা করনু। হায় ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তিরা কি নির্ব্বোধ কি নরাধম। ভাল পথ কখনই দেখতে পায়না হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। ক্রোধ ত্যাগ করা অত্যাবশ্যক। তখন স্বহস্তে কালকূট পান করেছি। মহামুনি কপিলদেব যা লিখেছেন তা সকলই যথার্থ, তিনি দৈবী শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হয়ে বলেছেন যে হৃত বস্তু পুনঃপ্রাপ্ত না হলে উত্তরাধিকারীর অভাব হবে সে কথা এখন সত্য হোলো। যদি নির্ব্বাসিতা কুমারীকে পুনঃপ্রাপ্ত না হই তা হলে বংশ লোপ হবে। (দীর্ঘনিশ্বাস) যাহোক যাতে আমার কন্যাটী প্রাপ্ত হই তারই চেষ্টা করা উচিত। (প্রকাশে) সত্যদাস তুমি দেশ দেশান্তরে দূত পাঠাও যাতে আমার কন্যাটীর অনুসন্ধান হয়।

সত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। ধর্ম্মদাস উগ্রধ্বজকে কোন পোতবাহী নিয়ে গেছিলো তার অনুসন্ধান লও।

ধর্ম্ম। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। আর দেখ নগর রক্ষককে দেশ দেশান্তরে ঘোষণা কত্তে বল যে যে কেহ আমার কন্যাটীর সন্ধান করে দিবে সে বিধিমত পুরস্কৃত হবে।

ধর্ম্ম। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। সত্যদাস কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করো যেন গুণশীলাকে রাণীর অন্ত্যেষ্টির জন্য বিধিমত অর্থ দেয়।

সত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। গুণশীলে রাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য কোষাধ্যক্ষের নিকট অর্থ লও ও বিধিমতে শেষ কার্য্য সম্পাদন কোরো।

গুণ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। অনেক বেলা হোলো আমি এক্ষণে সভা ভঙ্গ করি।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম পরিদৃশ্য।

সিন্ধুদেশ—— রাজপথ।

সিন্ধুদেশের দুই রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ।

প্রথম। মশাই তার পর এক্ষণে তো সব মঙ্গল ?

দ্বিতীয়। হাঁ এখন একপ্রকার কুশল বটে।

প্রথম। তা ভাল। যাহোক মশাই রাজবাড়ির সব সংবাদ অবগত আছেন ত ?

দ্বিতীয়। না—সব জানি না।

প্রথম। কিছু অমঙ্গল।

দ্বিতীয়। অমঙ্গল ! কই কিছু জানি না।

প্রথম। সে অতি নিগূঢ় কথা।

দ্বিতীয়। আমা হতে প্রকাশ সম্ভবে না।

প্রথম। আমি তা বলছিনে। রাজপথের উপযুক্ত নয়।

দ্বিতীয়। চুপি চুপি বল্‌তে হানি নেই।

প্রথম। রাজকুমার প্রত্যহই রাজবাটী হতে কোথায় যান্।

দ্বিতীয়। কোথা যান যা টের পাওয়া গ্যাছে।

প্রথম। তা হলে আর ভাবনা ছিলো কি ?

দ্বিতীয়। কোন যুবতীর প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে থাকুবেন।

প্রথম। হুঁ সম্ভব বটে।

দ্বিতীয়। তবে মহারাজ এই ভাবনায় অতি ব্যাকুল হয়েছেন।

প্রথম। তা হবেন না ? সবেমাত্র একটী ছেলে।

দ্বিতীয়। দেখ মাহেশ্বরীপুরী হতে আসা অবধি কোন চিন্তা ছিল না— দেখ দেখি অকস্মাৎ মহারাজকে চিন্তাসাগরে মগ্ন হোতে হোলো।

প্রথম। আরও দেখুন যেরূপ কার্য্যদক্ষ অমাত্য পেয়েছেন তাতে অমাত্য হস্তে রাজ্য ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাৎ।

দ্বিতীয়। ভাল, মশাই এ গুপ্ত বিষয় আপনি কি প্রকারে অবগত হলেন?

প্রথম। মন্ত্রী মশাই আমাকে বলেছেন।

দ্বিতীয়। এখন তবে কি উপায় করা হোলো?

প্রথম। তা আমি বিশেষ বল্‌তে পারিনে। সেই বিষয় জান্‌বার জন্য আমি মন্ত্রী মশাইয়ের নিকট যাব।

দ্বিতীয়। তবে চলুন আমিও যাই।

প্রথম। আচ্ছা তবে চলুন বল্লভের বাগানের কাছ দিয়ে যাওয়া যাক।

দ্বিতীয়। মশাই এই বল্লভের পূর্ব্বের অবস্থা তো আপনি বিলক্ষণ জানেন। ও এত শীগ্‌গীর কি প্রকারে এত বড় ধনী হলো।

প্রথম। যে বৎসর মহারাজ, সত্যপ্রকাশের সঙ্গে মাহেশ্বরীপুরী হতে এলেন সেই বৎসর হতে বল্লভের কপাল ধর্‌লো। সে ক বছর হবে? বছর পোনোর হবে না?

দ্বিতীয়। হেঁ বছর পোনোর ষোলো হবে।

প্রথম। আবার শুন্‌তে পাই যে ওর বাটীতে প্রায় ক্রিয়া কলাপ ফাঁক যায় না। মদনোৎসব পর্য্যন্তও হয়।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ তা জানি। এবারে ওর মাঠে মদনোৎসবের দিন আসবেন?

প্রথম। হানি কি। কবে মদনোৎসব হোপো?

দ্বিতীয়। আর দিন চার আছে।

প্রথম। আচ্ছা কি প্রকারে ও এতবড় লোক হোলো জানেন কি?

দ্বিতীয়। শুন্‌তে পাই যে ওর একটী কন্যা বড় লক্ষী ও সুরূপা কন্যাটী যে অবধি জন্মেছে সেই অবধি ওর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়েছে।

প্রথম। তা সম্ভব বটে। তবে চলুন মন্ত্রীর বাটীতে যাওয়া যাক্‌।

দ্বিতীয়। তবে আসুন যাওয়া যাক।

প্রথম। (নেপথ্য দিকে অবলোকন করিয়া) মশাই একটু অপেক্ষা করুন ঐনা মন্ত্রী মশাই আসছেন।

দ্বিতীয়। তা হলো ভাল।

সত্যপ্রকাশের প্রবেশ।

দ্বিতীয়। আমি আপনার বাটীতে যাচ্ছিনু আপনি এখন কোথা যাচ্ছেন।

সত্য। তোমার কি কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে?

দ্বিতীয়। আজ্ঞে হাঁ।

সত্য। তবে এগোও। আমি শিব বন্দনা করে শীঘ্র বাটী যাচ্ছি।

দ্বিতীয়। আচ্ছা মশাই।

প্রথম। আমিও যাচ্ছিনু।

সত্য। কেন বলদেখি।

প্রথম। রাজকুমারের বিষয়ে কি উপায় কল্লেন।

সত্য। (জনান্তিকে প্রথমের প্রতি আর কি করা যাবে? দুটী দুই রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম। আমি বিশেষ জানতে ইচ্ছুক হোয়েছি আমিও তবে আপনার বাটীতে চলনু।

সত্য। আচ্ছা।

দ্বিতীয়। (প্রথমের প্রতি) তবে চলুন যাওয়া যাক।

[কর্ম্মচারী দ্বয়ের প্রস্থান।

সত্য। (স্বগত) সে দিনে শুনলু যে মহারাজ চন্দ্রশেখর এক্ষণে অত্যন্ত দুঃখসাগরে নিমগ্ন। আমার জন্য সর্ব্বদা দুঃখিত। আমি পূর্ব্বেই বলেছিনু যে মহারাজ এরূপ দুরভিলাষ পরিত্যাগ করুন তা যখন শোনেন্‌নি তখন তো দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হতেই হবে। যা হোক প্রভুর দুঃখ শুনলেই অতীব মনোবেদনা হয়। মহারাজের দুঃখ শুনে অবধি আমার মনটা ভারি চঞ্চল হয়েছে। কোন রূপে এস্থল হতে প্রস্থান কত্তে হবে। আবার শুনলেম যে মহাদেবী প্রাণত্যাগ করেছেন, রাণীর গর্ভে যেকন্যাটী জন্মেছিল

সেটাকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে। উগ্রধ্বজ নিরুদ্দেশ। এই সকল দুঃখের উপর জীমূতকেতুর সহিত মিথ্যা দোষারোপ নিবন্ধন বিচ্ছেদ। এরজন্য দুঃখ হো হবেই। যা হোক আমি প্রস্থানের শীঘ্র একটা উপায় করবো। এখন মহারাজ প্রকৃতিস্থ হয়েছেন নিজ দোষ দিব্যচক্ষে দেখচেন সুখের বিষয়। যাই অনেক বেলা হোলো শিব বন্দনা কত্তে হবে।

[সত্যপ্রকাশের প্রস্থান।

ইতি ১ম পরিদৃশ্য।

দ্বিতীয় পরিদৃশ্য।

সিন্ধুদেশ——বল্লভ মেষ পালকের উদ্যান।

মদন মঞ্জরীর প্রবেশ।

মদন। (স্বগত) হায় প্রাণনাথ আজ এখনও আসেননি কি? না—এসেছেন বই কি। একবার চতুর্দ্দিক ভাল করে দেখি। (ইতস্ততঃ পরিক্রমণ) যথার্থই আসেননি। এ বেতসকুঞ্জের পাশে ত নাই। এ শল্লকী বৃক্ষপুঞ্জের নিকটে নাই। আর কোথাই বা থাকিবেন? নিশ্চয়ই আসেননি এলে এইখানেই থাকতেন। (নিস্তব্ধ) তবে যদি ঐ সরোবরের নিকটে থাকেন—তাই একবার দেখি (ইতস্তত পরিক্রমণ) কই সরোবরের কাছেও ত নাই। তবে একটু এইখানে বসি। তিনি এখনই আসবেন। (আকাশে শব্দ সচকিতে) ওমা! এ কিসের শব্দ, ও দুটা পাখীর পক্ষ সঞ্চালনের শব্দ। তাই ত। পাখীরাও বেশ সুখে বিহার কচ্ছে: আমিই কেবল অভাগী আমার কপালে তো সুখ নেই, ইনি কি আন্তরিক আমায় ভালবাসেন না? এঁর কি আমার উপর যথার্থ অনুরাগ নাই? ইনি কি আমার সহিত শঠতা কচ্চেন? শঠতা আমি অবলা হয়ে কি প্রকারে সহ্য করি? (চিন্তাকরিয়া) প্রাণনাথ কি আমার সঙ্গে শঠতা করবেন? না এমন কখনই হতে পারে না। তিনি এখনি আসবেন। তবে এইখানেই বসে একটু অপেক্ষা করি (নিস্তব্ধে উপবেশন)

নেপথ্যে। (পদশব্দ)।

মদন। এই বুঝি আমার প্রাণনাথ আসছেন (নেপথ্য দিকে অবলোকন করিয়া) না প্রাণনাথ ত নয় আমার, হতভাগা কপাল কি না।

পুষ্পমালা হস্তে সখীর প্রবেশ।

(প্রকাশে) প্রিয়সখী মাধবী যে এখানে?

সখী। প্রিয়সখী তোমার জন্য এই মালা গাছটা আনছি।

মদন। দেখি কেমন গেঁথেছিস্?

সখী। এই নাও। (মালা প্রদান)।

মদন। বেশ মালা গেঁথেছিস্। তা আমি এখন নিয়ে কি কোর্‌বো ভাই?

সখী। নিয়ে তোমার বরের গলায় দেবে।

মদন। যা ভাই তুই আর জ্বালাস্ কেন। এখন ঠাট্টা ভাল লাগে না।

সখী। কিছুই ত ভাল লাগ্‌বে না।

মদন। (ব্যগ্রতা সহকারে হস্তধারণ করিয়া) কেন সখী?

সখী। তুমি এখন ভাই নতুন ব্রতে ব্রতী হয়েছ তোমার আর ভাল লাগবে কিসে?

মদন। আমার নতুন ব্রত কি?

সখী। তুমি ভাই নিজেই তোমার কি ইচ্ছা বলনা।

মদন। আমার কিছুই ইচ্ছা নাই।

সখী। তবে তোমার ভাই মন সদা বিষণ্ণ কেন?

মদন। বিষণ্ণ কই।

সখী। তোমার মুখ বলছে যে তোমার মন বিষণ্ণ। মন কোনরূপ চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন না হলে মুখ চন্দ্র মলিন হয় না।

মদন। না ভাই যথার্থ বলছি আমি বিষণ্ণ নই।

সখী। আমার কাছেও ভাই লজ্জা। লজ্জা ছাড়। আমি কি কাকেও বলবো। তোমার মুখ দেখেই আমি ঠিক করেছি। (হস্তধারণ করিয়া) আমার মাথা খাও ভাই লজ্জা ছাড়।

মদন। কি বোলবো ভাই?

সখী। তোমার কি হয়েছে?

মদন। সখী আর কি বোল্‌বো? আর সে কথায় কায নেই।

সখী। না ভাই তোমায় বলতে হবে।

মদন। আর ভাই————————(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকরিয়া)

গীত।

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

যে যাহারে ভালবাসে না হেরিলে সেই জনে।
বল দেখি কেমন সই ব্যথিত সে হয় মনে॥
হৃদয়নিধি পাইলে, ভাসে আনন্দ সলিলে,
চাতকিনী ভাসে যথা, হেরে প্রিয় নবঘনে॥

সখী। প্রিয়সখী তাবলে কি এত অধীর হওয়া ভাল। তোমার প্রিয়তমের সঙ্গে শীঘ্রই দেখা হবে।

মদন। আর ভাই। (দীর্ঘ নিশ্বাষ ত্যাগ)

সখী। একেবারে নিরাশ্বাষ হও কেন? এখন বল দেখি কোন সুপুরুষটী তোমার মনহরণ করেছে।

মদন। (বিষণ্ণ বদনে) তুই আবার নেকা হলি? যেন কিছুই জানেন না।

সখী। যার নাম রসিকরঞ্জন।

মদন। হেঁ ভাই।

সখী। (স্বগত) বেশ্ শুনে ভারি খুসী হওয়া গ্যালো। হাতির মাথাতেই গজমুক্তা জন্মায়, চন্দ্রের কিরণে কুমুদিনীই বিকসিতা হয়, অন্য ফুলের সহিত চন্দ্রের সম্মিলন হয় না। রসিকরঞ্জন কেমন সুপুরুষটী শাক্ষাৎ যেন কামদেব, তার সঙ্গে যে আমার প্রিয়সখি মিলিত হবেন তা আর বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। যাহোক, তাঁর সঙ্গে দু চার দিনের মধ্যেই এত প্রগাঢ় প্রণয় হোলো। কি আশ্চর্য্য! অথবা প্রণয়ের কথা বলা যায় না। (প্রকাশে) প্রিয়সখি একটুকু স্থির হও।

মদন। সখি স্থির হয়েই আছি।

সখী। ভাবনা কি? তোমার প্রিয়তম শীঘ্রই আসবেন।

নেপথ্যে। পদশব্দ।

সখী। (নেপথ্যে অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখি ঐ দেখ তোমার প্রিয়তম আসচেন।

মদন। অত ঠাট্টায় কাজ কি?

সখী। না ভাই আমি ঠাট্টা কচ্চি না।

মদন। তবে প্রবোধ দেবার জন্য, কিন্তু ভাই আমার মন প্রবোধ মানচে না।

সখী। আচ্ছা একবার ঐ অশোক গাছেরদিকে চেয়ে দেখ দেখি।

মদন। (নেপথ্যদিকে অবলোকন করিয়া) সখি আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

সখী। না এ স্বপ্ন নয়, এ যথার্থ ই।

ছদ্মবেশে মলয়কেতুর প্রবেশ।

মলয়। প্রিয়ে আজ এমন বিষণ্ণ কেন?

মদন। প্রাণনাথ বিষণ্ণ কই দেখ্‌লে?

মলয়। প্রিয়ে বিষন্ন কি না তোমার সখীকে জিজ্ঞাসা কর। (সখীর প্রতি) কেমন তোমায় প্রিয়সখী আজ বিষণ্ণ নন্?

সখী। মশাই প্রিয়সখী আপনাকে নাদেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিলেন কিন্তু এক্ষণে আর বিষণ্ণ নন্।

মলয়। বিষণ্ণ হবার কারণ কি বলদেখি?

সখী। মশাই আমার প্রিয়সখীর বিষণ্ণতার কারণ বুঝতে পাল্লেন না!

মলয়। কি করে বুঝবো?

সখী। মশাই বড় সখীর প্রতি সদয় নন——

মলয়। আমাকে আবার কবে নির্দ্দয় দেখ্‌লে?

সখী। নির্দ্দয় কি সদয় সখিই এর বিচার করবেন। (মদনমঞ্জরীর প্রতি) প্রিয়সখি আমি এক্ষণে সঙ্গীতশালায় গিয়ে তোমার বীনার স্বর বেঁধে রাখিগে।

মদন। সখি তুমি যাও আমিও যাচ্ছি।

সখী। তবে আসি।

[সখীর প্রস্থান।

মলয়। প্রিয়ে আজ এত বিষণ্ণ দেখছি কেন? শশীকলা রাহুগ্রস্ত হলে কি ভাল দেখায়? প্রিয়ে তোমার বিষণ্ণ বদন দেখে আমার হৃদয়

বিদীর্ণ হচ্চে। বল তোমার বিরসতার কারণ কি (হস্ত ধারণ)।

মদন। নাথ আজ আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছে।

মলয়। (আগ্রহ সহকারে) কেন কেন প্রিয়ে?

মদন। আমি কাল রাত্রে একটী কুস্বপ্ন দেখেছি।

মলয়। স্বপ্নও কি কখন সত্য হয়? আচ্ছা কি স্বপ্ন দেখেছ বল দেখি।

মদন। বোধ হোলো যে বৃক্ষ সকল বসন্তাগমে ফল পুষ্পে সুশোভিত হয়েছে। চতুর্দ্দিকে নানা জাতি পক্ষীগন আনন্দে গান কচ্চে। ভ্রমরের গুন গুন শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হচ্চে। ফলতঃ বসন্তকালের সুশোভায় নয়ন যুগল প্রীতি প্রাপ্ত হোলো।

মলয়। প্রিয়ে তারপর——

মদন। তারপর বোধ হোলো যে আমি তোমার সনে সেই ফল পুষ্প সুশোভিত মনোহর বনমাঝে দণ্ডায়মান আছি এমত সময়ে সন্ধ্যা উপস্থিত সন্ধ্যাগমে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া আকাশে শোভা বিস্তার কল্লেন। দূরে নির্ঝরিণীর জলেপ্রপাতের শব্দ শুনতে পেলাম, অমনি তোমার সহিত কিছু দূরে যাইয়া এক নদী দেখ্‌লাম। এক খানি ক্ষুদ্রতরণীতে দুই জনে উঠিয়া আনন্দে বাহিতে বাহিতে চলিতে লাগিলাম।

মলয়। প্রিয়ে তারপর।

মদন। তারপর অকস্মাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিল। বিদ্যুৎ হতে লাগলো ও বজ্রের শব্দ মাঝে ২ হতে লাগলো। পূর্ণচন্দ্র মেঘে আবরিত হয়ে গ্যাল। খুব অন্ধকার, আর কিছুই দেখা যায় না। ক্রমে ঝড় উঠ্‌লো আর তরণী চলে না। অমনি একজন বিকটাকার পুরুষ এসে নৌকা ধরে আমায় বল্লে যে তোমার প্রাণনাথকে ত্যাগ কর নইলে তোমার নৌকা অতলজলে ডুবে যাক আমি ছেড়েদি।

মলয়। প্রিয়ে তারপর।

মদন। আমি অমনি চীৎকার করে উঠলাম আর ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো।

মলয়। (হাসিয়া) এরই জন্য তোমার উদ্বিগ্নতা।

মদন। হাঁ নাথ। আমাদের পরিণামে কি ঘটে তা বলা যায় না। বোধ হয় আমার এ মনোরথপূর্ণ হবে না।

মলয়। প্রিয়ে এ প্রকারে মনে কষ্ট দিওনা। আমায় যত দিন জীবন থাক্‌বে তত দিন তোমার নিকট বাঁধা রইলাম।

মদন। নাথ কিন্তু আমার মন তবুও প্রবোধ মানচে না।

মলয়। প্রিয়ে এটাত জান যে স্বপ্নে মন্দ দেখ্‌লে সুফল ঘটে থাকে।

মদন। হাঁ নাথ তা জানি।

নেপথ্যে। (মৃদু মৃদু যন্ত্রধ্বনি)

মলয়। প্রিয়ে ঐ শুন কেমন যন্ত্রধ্বনি হচ্ছে এ শুনেও কি তোমার মন প্রফুল্লিত হচ্ছে না।

মদন। আপাতত কতকটা হলো বটে।

নেপথ্যে। গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

প্রণয় কি ধন, লো সই।
প্রণয়ী না হলে সখি জানে কি কখন॥
রসিক যে জন হয়, সদা রসবন্দে রয়,
মধুব্রত সদা যথা, করে মধু আস্বাদন।
রমণী অমূল্য ধন, রসিকের আভরণ,
অহীবর শিরে যথা, শোভে উজ্জ্বল রতন।
মথিলে প্রেমধি-জল, উঠে সুধা নিরমল,
পান করে প্রেমিকেতে, হরষে হয়ে মগন॥

মলয়। আহা কি সুমধুর সঙ্গীত! প্রিয়ে তোমার প্রিয়সখিরা সঙ্গীত বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী।

মদন। নাথ গানটার কেমন ভদ্র ভাব।

মলয়। প্রিয়ে তোমার প্রিয়সখীরা প্রণয়ের অতি সদুপদেশ দিয়েছে।

নেপথ্যে। গীত।

রাগিণী ইমনকল্যান——তাল আড়াঠেকা।

তপন ডুবিল সাগরে দিবা অবসানে।
বিকচ কমল, পূর্ণ পরিমল, মলিন হইল সুবিষণ্ণ মনে॥
কুমুদবান্ধব হাসি, আকাশে প্রকাশি আসি,
তুষিল কুমুদে হরষিত মনে।
কৌমুদী সুন্দরী, তারকার ঐরি,
তারাশোভা হরি, ছাইল বিমানে॥

মলয়। প্রিয়ে সন্ধ্যা হোলো—ঐ দেখ সূর্য্য অস্তগত হয়েছে চন্দ্রাগমে কুমুদিনী বিকশিতা হচ্ছে। পাখীগণ শব্দ কত্তে কত্তে আপন আপন কুলায় অন্বেষণ কচ্চে। প্রিয়ে আজকের মত বিদায় দাও (হস্ত ধারণ)।

দূরে দুই জন রক্ষকের প্রবেশ।

প্রথম। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া) তাইত বীরে এদ্দিন ধরে খুজ্‌চি রাজকুমারকে কোথাও ত দেখ্‌তে পেলুম না।

দ্বিতীয়। তবে চল্ মন্ত্রীর মশায়কে বলিগে যে কোথায় পেলুম না।

প্রথম। দূর আরও দিনকত ভাল করে এদিকটা খুজবো তার পর যদি না পাওয়া যায় তবে মন্ত্রীর মশায়কে বোলবো যে রাজকুমার কোথায় যায় তা টের পেলুম না, জানিস্ খুজে দিলে মহারাজ বিদিয় করবেন।

দ্বিতীয়। হা তা জানি মন্ত্রীর মশায় কাযে বাহাল করবার দিন বলে দিয়েছেন।

প্রথম। সে যাহোক আমি ভাই আশ্চর্য্য হয়েছি রাজকুমার আজ যেমন বেরিয়েচে আমরা তখনি তাঁর পাছে পাছে লুকিয়ে ছুটেছি তবে এরমধ্যে কোন্ দিকে গেলো।

দ্বিতীয়। এইটুকু সময়ের ভেতর রাজকুমারের বাগান থেকে মানুষে জোর এই বল্লভের বাগান পর্য্যন্ত আসতে পারে। এর চেয়ে বেশি দূর কখন যেতে পারে না।

প্রথম। তবে আজ এই বাগানের সব তল্লাস কোরবো।

দ্বিতীয়। আজ আমরা রাজকুমারের বাগানে যে লুকিয়েছিলুম ঐ রাজকুমার টের পায়নি। মনে করেছেন কেউ নাই তবে এইবেলা পালাই।

প্রথম। সে যাহোক তিনি যদি আমাদের দূর থেকে দেখতে পায় তাহোলে লুকিয়ে পালাবে। তা হবে না।

দ্বিতীয়। তবে চল এই বট গাছটার আড়ালে থেকে চার দিক বেশ করে দেখা যাক।

প্রথম। হেঁ সেই ভাল।

[দুই জনের বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।

দ্বিতীয়। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া) ওরে ছন্দা ওদিকটা ভাল করে দেখ্‌দেখি একজন মর্দ্দ আর একজন স্ত্রীলোক কথা কচ্চে না।

প্রথম। হেঁ রে সত্যিইত।

দ্বিতীয়। তা ভালকরে দেখদেখি মরদটা আমাদের রাজকুমার না।

প্রথম। তুই সালা দাঁড়া আমি ভালকরে দেখি হেঁরে সত্য ইত কুমার বটে।

দ্বিতীয়। কিন্তু ভাই যদি রাজকুমার হবেন তাহোলে রাজ পোশাক থাকতো। আমার বোধ হয় আর কোন লোক হবে।

প্রথম। কেউ চিনতে পারবে বলে যদি রাজপোশাক ছেড়ে থাকে।

দ্বিতীয়। হেঁ তা হতে পারে।

প্রথম। তবে চল মন্ত্রীর মশাইকে খবর দিইগে।

দ্বিতীয়। কি শিরোপা পাওয়া যায় দেখা যাক।

প্রথম। জরির শিরোপা ছাড়া নেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়। তার আর ভুল আছে?

প্রথম। তবে চল বলিগে রাজকুমার বসন্তের বাগানে একটী মেয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কচ্চেন।

দ্বিতীয়। তবে চল আর দেরি করা হবে না।

প্রথম। আচ্ছা তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

মলয়। প্রিয়ে এক্ষণে সন্ধ্যা হোলো, আকাশে চন্দ্র উদয় হয়ে কেমন শোভা বিস্তার করেছে। আর আমি দেরি কত্তে পারি না বিদায় দাও।

মদন। নাথ যদি একান্তই যাবেন, তবে কবে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হবে?

মলয়। মদনোৎসব কবে হোলো?

মদন। আর দুই দিন বাকী আছে।

মলয়। তবে মদনোৎসবের দিন পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হবে।

মদন। (হস্ত ধারণ করিয়া) নাথ অধিনী তোমারই বশবর্ত্তিনী তো-মাকে বাধা দিতে পারেনা। কিন্তু নাথ তোমার নিকট এই ভিক্ষা যেন অধিনীর প্রতি নির্দ্দয় হোযোনা।

মলয়। আমার দেহে যত দিন জীবন থাকবে, ততদিন তোমার নিকট আমি বান্ধা রইলাম।

মদন। নাথ চাতকিনী যেমন বারি প্রতীক্ষা করে সেইরূপ আমি তোমার আগমন প্রতীক্ষা করে রহিলাম যেন আমার তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করতে না হয়।

মলয়। কখনই না।

মদন। আমি এক্ষণে সঙ্গীত শালায় যাব, বোধ হয় প্রিয়সখি আমার বীণার সুর বেঁধে আমার জন্য প্রতীক্ষা কচ্ছে।

মলয়। আমি তবে এক্ষণে চল্লেম।

[মলয় কেতুর প্রস্থান।

মদন। (স্বগত) প্রাণ নাথ তো গেলেন, এখন আমি ও সঙ্গীত-শালায় যাই। আর বোধ হয় প্রিয়সখি এক্ষণে বীনার সুর বেঁধে আমার প্রতীক্ষা কচ্চে। রাত্রি ও অধিক হয়েছে। গগণে চন্দ্র উদিত হইয়া কেমন শোভা বিস্তার কচ্চে, সবই শুভ্র সবই যেন হাস্যযুক্ত। তবুও আজ চন্দ্র দেবের একাদশ কলা, আগামী ত্রয়োদশীর দিন মদনোৎসব হবে। উদ্যানের এই প্রশস্ত পথ গুলি দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন নদী সকল নিশব্দ পদসঞ্চারে পর্ব্বত হতে প্রবাহিত হচ্চে। বৃক্ষের উপরে চন্দ্ররশ্মি পতিত হওয়াতে বোধ হচ্চে যেন যোগীগণ শুক্লাম্বর মস্তকে ধারণ করিয়া যোগে মগ্ন আছে। সরোবরে কুমুদিনীর কি শোভাই হয়েছে, নাথের সহিত সম্মিলিক সুখভোগ কচ্ছে আমার অদৃষ্টে এই সুখ দুদিন ঘটবে না। কমলিনীর

এখন যে দশা আমার হয়েছে সেই দশা, যা হোক আর এখানে ভাবলেই কি হবে। যাই রাত্রি ঢের হয়েছে। প্রাণ নাথ তো বিরহ সাগরে ডুবিয়ে গেলেন এখন কি উপায় করি ?

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

বিরহ জ্বালা প্রাণে কত সহিব।
আমার যাতনা যত, কারে আর কহিব ॥
পড়ি বিরহসাগরে, মরি হে অতলনীরে,
কূলেতে উঠিতে আজি, কার আশ্রয় ল'ব।
ভীষণ বাড়বানল, এবে হইয়ে প্রবল,
জ্বালাইছে দেহ মন, কেমনে নিবাইব ॥

[মদনমঞ্জরীর প্রস্থান।

অন্য দিক হইতে সখির প্রবেশ।

সখি। (স্বগতঃ) কই প্রিয়সখি কোথায়, এখানে তো নেই। তিনি এই বল্লেন, বীণার সুর বেঁধে আমার জন্য সঙ্গিতশালায় প্রতীক্ষা করগে, আমিও তাঁর বীণার সুর বেঁধে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে শেষে এখানে এনু, তা কই এখানে তো দেখতে পাচ্ছিনে। তবে রাত্রি হয়েছে দেখে যদি সঙ্গীতশালায় গিয়ে থাকেন। হুঁ তাই হবে, কিন্তু আমিও তো সঙ্গীতশালা থেকে এখনি আসছি, তা কই এদিক দিয়ে তো দেখ্‌তে পেলেম না। তবে ঐ দিক দিয়ে গিয়ে থাকবেন। হ্যাঁ তাই সম্ভব বটে। (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক প্রিয়সখির মনোমত বরটী যেন কামদেব। প্রিয়সখি যেমন সুন্দরী বরটীও তেমনি সুন্দর, বড় চমৎকার মিলনটী হয়েছে। বিধাত ভবিতব্য যেন লক্ষ্মী নারায়ণ বা পার্ব্বতী ও মহাদেব অথবা রতি ও কামদেব। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু যাহাতে প্রিয়সখির পরিণয় ক্রিয়া শীঘ্রই সমাধা হয় তাহাতে বিশেষ চেষ্টিত হতে হচ্ছে, কারণ প্রিয়সখি বিরহে অত্যন্ত কৃশা হয়েছেন আর সদাই যেন অন্যমনস্ক। আমি কালই পিতার নিকট একথা উথাপন করবো এবং যাহাতে শীঘ্রই পরিণয় ক্রিয়া শেষ করা হয়, তাহাতে পিতাকে বিশেষ অনুরোধ কত্তে হবে। (পরিক্রমণ) কিন্তু এত শীঘ্রই যে এত প্রগাঢ়

প্রণয় হোলো ! অথবা প্রণয়ের কথা প্রণয়ীরাই বলতে পারে, অপর লোকে সে বিষয়ে বিবেচনা কত্তে পারে না ।

গীত ।

রাগিণী বাঁরোঙা—তাল ঠুংরি ।

প্রেম কি অমূল্য রতন ।
জানেনা সকলে বিনে প্রেমিক জন ॥
শশী সমাগম আশে, কুমুদিনী এই সরসে,
মনে গুমরে দিবসে, মুদিয়া নয়ন ॥

রাত অনেক হোলো সঙ্গীতশালায় যাই ।

[সখির প্রস্থান ।

ইতি ২য় পবিদৃশ্য ।

ইতি ৩য় অঙ্ক ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম পরিদৃশ্য।

সিন্ধুদেশ—বল্লভের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান।

বল্লভের প্রবেশ।

বল্লভ। (স্বগত) আহা আজ কি সুখের দিন। বসন্ত কাল এয়েছে, গাছগুলোর কেমন শোভা হয়েছে, গোড়াথেকে আগা পর্য্যন্ত নূতন নূতন পাতা বেরিয়েছে। (পরিক্রমণ) কোকিলেরা তো খুব গান কচ্চে। ভোমরা গুলো ফুলের মধু খেয়ে গুণ গুণ করে বেড়াচ্চে। দূরে ঐ হরিণ গুলো দৌড়ে বেড়াচ্চে আর শিশু গুলো হরিণীর গায়ে ছুঁষাচ্চে। চখা গুলো পদ্মের ডাঁটা গুলো আপনারা আদখানা খেয়ে আর আদখানা চখীদের মুখে দিচ্চে। এ সময়ে কেবল আমোদই ভাল লাগে, আর বাগান বেড়ান বড় সুখ। যাহোক বসন্তকাল দেখতে অতি ভাল এই কালেই বাগানের শোভা দেখা যায় আর এরূপ শোভা কোন কালেই দেখা যায় না। ঈশ্বরের কি খেলা! বসন্ত-কালই কাল, বসন্তকালের শোভার চেয়ে আর শোভা নাই। এ কালে যে আমোদ ও বাগান বেড়ান সুখভোগ না করলে তার জন্মই বৃথা ও এ শোভা যে না দেখলে তার চোখ বৃথা। (চিন্তা করিয়া) তাকই এই বসন্তকাল তাতে আমার বাগানে আজ মদনমুচ্ছব কাকেও তো দেখচিনে। যাহোক এ উচ্ছবটা মদনমঞ্জরী হতেই কত্তে পাচ্চি, আগে এসব কিছুই ছিল না, মদনমুচ্ছব ছিল না বাড়িতে দানপত্রও ছিল না, এত লোক জনও আসতো-না, এত চাকর চাকরাণী ছিল না আর আমি যে প্রকার সুখভোগ কচ্চি আমার বাপ পিতামহ কখন চক্ষেও দেখেনি মেষপালনেই জীবন কাটতো কাল কি খাই এমন সংস্থান ছিলনা। এখন আমার কপাল কেমন ফিরেছে, এখন ঈশ্বরের কৃপায় বাড়িতে প্রায় ক্রিয়া কলাপ জাক যাজনা দান পত্র ও খুব বেড়ে উঠেছে পজো পার্ব্বনের কথাই নাই, বাড়ি ঘর কারও মত হয়নি।

কথায় বলে, "যখন যার কপাল ধরে, আকাশের চাঁদ পায়ে করে," মদন-মঞ্জরীকে মাঠ থেকে পাওয়া অবধি আমার কপাল ফিরেছে এবং বেশ গোছান হয়ে গেছে। যার মেষপালনই জীবন কাটতো তার যে এমন কপাল হবে তাতে কপালের খুব জোর বল্‌তে হবে। আমাকে ধন্য বল্‌তে হবে। কিন্তু এত ধুমধাম মদনমঞ্জরীর কেবল চার ভাগের এক ভাগ গহনা বিক্রী করে খাটয়ে করেছি আর সেই গহনার তিন ভাগ এখনও মজুদ আছে আর সেই যে কাপড়ের সঙ্গে কাগজটুকু ছিল তাহাও রাখতে ভুলিনি ও সেই ছোট কাপড় টুকুও রাখতে ভুলিনি। (চিন্তা করিয়া) যাহোক এখন একটী কায বাকী আছে মদনমঞ্জরীর বিবাহ দিতে পারলেই আমার কায শেষ হয়। রসিকরঞ্জন নামে যে যুবকটী এখানে রোজ আসে ও যার সহিত মাধবী বলে মদনমঞ্জরীর খুব পীড়িত হয়েছে অতি ভদ্র ও শান্ত, কিন্তু বোধ হয় যেন ছুকন বেশ। তা যাই হোক উটী সুপাত্র বটে উহারই সহিত মদনমঞ্জরীর বিবাহ দিব। (চিন্তা করিয়া) এ আমোদের দিন রসিকরঞ্জন এলোনা যে এর কারণ কি?

নেপথ্যে। আহা বসন্ত কাল কি রমণীয়।

বল্লভ। (সংকিতে নেপথ্যদিকে দৃষ্টিকরিয়া স্বগত) এই যে দুইটী ভদ্র লোক আসচে।

দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।

(প্রকাশে) আস্‌তে আজ্ঞা হোক। আমার পরম সৌভাগ্য মহাশয়-দের পদধূলিতে আমার বাগান আজ পবিত্র হোলো।

প্রথম। মহাশয় অমন কথা বলবেন না।

বল্লভ। মহাশয় বস্‌তে আজ্ঞা হয়।

দ্বিতীয়। আমরা বসচি আপনি ও বসুন।

বল্লভ। আচ্ছা তবে বসা যাক। (সকলের উপবেশন)

প্রথম। এখন ও যে মশাই উৎসবের কোন উদ্যোগ দেখচিনা।

বল্লভ। সকলিই প্রস্তুত আছে তবে পাঁচজন ভদ্র লোক এলেই হয়।

দ্বিতীয়। মদন দেবের এখন ও পূজা হয়নি।

বল্লভ। আজ্ঞা না মশাই।

নেপথ্যে। দেখ বল্লভাগমে ভক্তগণ কেমন নব পোষাক ধারণ করেছে।

প্রথম। (বল্লভের প্রতি জনান্তিকে) মশাই কে দুটী ভদ্রলোক আসচ্ছে চলুন উঠে অভ্যর্থনা করা যাক্।

বল্লভ। তার আর ভুল আছে।

সকলে। (উঠিয়া) মশাইদের আসতে আজ্ঞা হয়।

ছদ্মবেশে জীমূতকেতু ও সত্যপ্রকাশের প্রবেশ।

সত্য। মহাশয়েরা বসুন। অত কষ্ট নিতে হবেনা।

বল্লভ। বিলক্ষণ বসতে আজ্ঞা হয়।

সত্য। আমরা বসছি। আপনারা সকলে বসুন। (সকলের উপবেশন)।

বল্লভ। (জীমূতকেতু ও সত্যপ্রকাশের প্রতি) আমার বড় সৌভাগ্য আপনাদের পদধুলিতে এ বাগান পবিত্র হোলো।

সত্য। মশাই অত শিষ্টাচারের আবশ্যকতা নাই।

রাজা। (স্বগত) বাস্তবিক পবিত্রই হোলো ছদ্ম মেষপালককে কেহই স্পর্শ করে না।

প্রথম। (রাজা ও সত্যপ্রকাশকে দেখিয়া দ্বিতীয়ের প্রতি মৃদুস্বরে) মশাই আমি এঁদের উভয়কে চিনি।

দ্বিতীয়। আমার বোধ হচ্ছে এঁদের বেশ চিনি কিন্তু কোথায় দেখেচি এবং কি নাম তাঁহা হঠাৎ স্মরণ হচ্ছে না।

প্রথম। যাহোক পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সমস্ত টের পাওয়া যাবে।

রাজা। (চৌদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সত্যপ্রকাশের প্রতি মৃদুস্বরে) কই এদের মধ্যে মলয়কেতুকে দেখচিনা।

সত্য। আজ্ঞে না।

রাজা। তবে কি রক্ষকগণ কল্পিতবাক্য বলে?

সত্য। আমার বোধ হয় তা নয়।

রাজা। তবে কি?

সত্য। এখনও তিনি আসেন নাই।

রাজা। অসম্ভব নয়।

নেপথ্যে। গীত।

বাহার—আড়াঠেকা।

সরস বসন্ত ঋতু উদয় হোলো ধরায়।
বৃক্ষ ডালে বসি পিক মধুর ধ্বনিতে গায় ॥
ভ্রমর প্রফুল্ল মনে, লয়ে ভ্রমরীরে সনে,
মধুপানে মত্ত হয়ে, গুণ গুণ স্বরে গায়।
মদন হানিছে বান, করিয়ে শর সন্ধান,
এই বানে বিরহীদের, প্রাণ বুঝি বাহিরায় ॥

রাজা। আহা কি মধুর সঙ্গীত। এরূপ মধুর সঙ্গীত শুনলে কাহার হৃদয় না প্রফুল্লিত হয়?

সত্য। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ আছে?

রাজা। দেখ সত্য এখনওত মলয়কেতু এলোনা।

সত্য। বোধহয় এখনি আসবে।

মলয়কেতু, মদনমঞ্জরী ও সখির প্রবেশ।

বল্লভ। (মদনমঞ্জরীকে দেখিয়া) বৎসে! এস তোমাদের মদন পূজা হয়নি?

মদন। পিত! আমি সেবিষয় জ্ঞাত নহি আমি এই ক্রীড়োদ্যানহতে আস্‌চি। এই মাধবী আছে জিজ্ঞাসা করুন্।

বল্লভ। বৎসে মাধবী কুলবালার মদন পূজা কত্তে গ্যাচে কি?

মাধবী। কই এখনও যায় নি।

বল্লভ। তবে এই সময়ে পূজা সেরে আসতে বলগে।

মাধবী। আচ্ছা মশাই তবে আমি বিদেয় হই।

বল্লভ। আচ্ছা যাও।

[মাধবীর প্রস্থান।

মদন। (বল্লভেরপ্রতি) পিত! আমি এখন ঐ দূর্ব্বার ওপর বসিগে। (উপবেশন)

মলয়। (বল্লভের প্রতি) মশাই আমি ঐখানে দূর্ব্বায় বসগে। (উপবেশন)

প্রথম। (বল্লভের প্রতি) মশায়ের কন্যাটী বিবাহোপযুক্তা হয়েছে।

বল্লভ। আজ্ঞে হাঁ।

দ্বিতীয়। এখন সম্বন্ধ স্থির হয়েচে?

বল্লভ। কই না কিছু নির্দ্ধারিত হয়নি।

সত্য। (বল্লভেরপ্রতি) ঐটী আপনার কন্যা।

বল্লভ। আজ্ঞে হাঁ।

সত্য। কন্যার নাম।

বল্লভ। আজ্ঞে মদনমঞ্জরী।

সত্য। এপর্য্যন্ত অনূঢ়া।

বল্লভ। আজ্ঞে হাঁ।

নেপথ্যে। গীত।

রাগিণী পাহাড়ী-বাঁরোঙা—তাল ভরভঙ্গা।

চল মদনের পূজা করিগে সকলে।
আরাধিব সবে মোরা অতি কুতূহলে।
মল্লিকা মালতী যাতি, সেফালি বকুল যুঁতি,
পূজিব মনের সাধে মদনে সকলে॥

বল্লভ। (নেপথ্যদিকে অবলোকন করিয়া) এই যে কুলবালারা মদন দেবের পূজা কত্তে যাচ্চে।

রাজা। তাইত সত্য, কুলনারীগণ যে মদনদেবের পূজার্থে গমন কচ্চে।

সত্য। আজ্ঞে হাঁ।

নেপথ্যে। তুই চল্‌নালো।

এই যে আমি যাচ্ছি তুই জল ফেল্‌তে ফেলতে যা।

ঐ। তুই ফুল ছড়াতে ছড়াতে যা।

ঐ। চল আমি যাচ্চি ঐ দেখ মন্দির দেখতে পাচ্চি।

প্রথম। (বল্লভের প্রতি) ওহে বদ্যো কুলবালারা তো এখন পূজা করতে গ্যালো, এখন এদিকের আমোদ বাকি কেন?

বল্লভ। মশাই পূজা শেষ হলেই।

রাজা। (সত্যপ্রকাশের প্রতি মৃদুস্বরে) মিত্র! নীচকুলে এতাদৃশ মনোহর রূপলাবণ্যসম্পন্না ও আর্য্য গুণান্বিতা কামিনী কদাপি দৃষ্ট হয়নি। এই যুবতীর বচন শ্রবণ ও বিনয় দর্শনে বোধ হয় এ সামান্য লোকের কন্যা নয়। জলধি মধ্যেই অমূল্য রত্নের জন্ম হয় সরোবরে কখনই হয় না।

সত্য। মহারাজ বোধ হচ্চে এই তরুণী নৃপ কন্যা হবে।

রাজা। (বল্লভের প্রতি) ওহে বন্ধু তোমার তনয়ার সহিত যে তরুণ পুরুষটী কথোপকথন কচ্চেন এঁর নাম কি?

বল্লভ। মশাই এঁর নাম রসিকরঞ্জন। আমার তনয়ার সৌন্দর্য্য দর্শনে ইহার সাতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছে এবং উভয়ে পরস্পর এতাদৃশ অনুরক্ত যে তিলার্দ্ধ বিরহ কাহারও সহ্য হয় না। যা হউক যদিস্যাৎ এই যুবা আমার তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন তা হলে অপর যে কি লাভ করবে তাহা স্বপ্নেও কখন দেখে নি।

রাজা। (মলয়কেতুর প্রতি) ওহে যুবক, তোমার হৃদয় যেন কোন অপূর্ব্ব পদার্থে পরিপূর্ণ বোধ হচ্চে। কারণ এই উৎসবের দিন তোমার ঔৎসুক্য মাত্র দেখতে পাচ্চিনে। আমরাও তরুণ সময়ে প্রণয়িনীর সহিত আমোদে কালক্ষেপ করতেম এবং প্রণয়িণীকে কত দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিতাম, কিন্তু তুমি এই আমোদের দিন তোমার প্রেয়সীকে কিছু দ্রব্যজাত দিলে না।

মাল্য। হে বৃদ্ধ! আমার প্রেয়সী সামান্য দ্রব্যের প্রয়াসিনী নহেন ইনি যে দ্রব্যের অভিলাষ করেন তাহা আমার হৃদয়ে জাগরুক হচ্চে।

রাজা। সে এমন কি দ্রব্য?

মাল্য। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে অকপট বচনে অঙ্গিকার কচ্চি, যথাবিধি পাণিগ্রহণ পুরঃসর এই সুন্দরীকে স্বীয় পরিণিতাবণিকা করিব, আপনি স্বকর্ণে মদীয় অঙ্গিকার গ্রহণ পূর্ব্বক এতদ্বিষয়ে সাক্ষী হউন।

রাজা। (ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া মহাক্রোধে) রে কুলাঙ্গার আমি যেন তোর এই কামিনী পরিত্যাগের প্রত্যক্ষদর্শী হই। রে নীচাশয় তুই কি

তাহলে অরিপালিনী কন্যার পাণিগ্রহণ কত্তে অভিলাষী হয়েছিস্? (মদন মঞ্জরীর প্রতি) যদি বারান্তর যুবরাজকে স্বসন্নিধানে আনিতে যাও তা হইলে তোমার ও তোমার তাত প্রাচীন যেবপালকের প্রাণদণ্ড করিব। (সত্যপ্রকাশের প্রতি) দেখ সত্যপ্রকাশ, তুমি এই নীচাশয় মলয়-কেতুকে সঙ্গে লইয়া আইস।

[রাজার ক্রোধ ভরে বেগে প্রস্থান।

প্রথম। (স্বগত) একি আশ্চর্য্য ঘটনা, এ আমোদের দিন প্রতুল কাণ্ড উপস্থিত (বল্লভের প্রতি প্রকাশে) মশাই আমরা এখন যাই।

বল্লভ। আচ্ছা মশাই (দ্বিতীয়ের প্রতি) আপনিও যাবেন নাকি?

দ্বিতীয়। আজ্ঞে হাঁ।

[নাগরিকদ্বয়েব প্রস্থান।

মদন। (মলয় কেতুর প্রতি) প্রাণনাথ এ অধিনীকে ত্যাগ করুণ আর এ অধিনীর জন্য ভাবনা কত্তে হবেনা। দাসীর তোমাব সীমন্তিনী হবার আশালতা এত দিনে ছিন্নমূলা হইল।

মাল্য। প্রিয়ে তোমাকে কি প্রাণান্তে ও ত্যাগ কত্তে পারি?

সত্য। (স্বগত) এদের উভয়ে উভযের প্রতি যে প্রকার অনুবাগ দেখ্‌চি তাতে একজন বিহনে আব একজন যে প্রাণ ধাবণ করবে এমন সম্ভব নয়। যাহোক আমি এত বড় বড় কাণ্ড করলাম্, আর কি এই যুবক যুবতীর অভিলাষ সফল কত্তে পারবোনা?———— কেনই বা পাব বোনা? কোন উপায় কি নাই? ভাল ক্ষণকাল চিন্তা করি। (চিন্তা)।

মদন। প্রাণনাথ যা স্বপ্ন দেখেছিনু তা এখন ঠিক পরিপূর্ণ হোলো।

মাল্য। তা বলে কি আমি তোমায় পরিত্যাগ কত্তে পারি? তা প্রাণান্তেও পারবোনা।

সত্য। (স্বগত) এক কর্ম্ম করলেই তো হতে পারে। সে দিনে, জল-লের যে মহারাজ চন্দ্রশেখর আমার অনুপস্থিতির জন্য ও মহারাজ জীমূত-কেতুর সহিত বিচ্ছেদ জন্য অনুতাপিত হয়েছেন। তো তার সমীপে

লইয়া গেলে সর্ব্ববিষ রক্ষা পাইতে পারে। (বল্লভের প্রতি প্রকাশে) ওহে মিত্র আমি এক পরামর্শ দিতে পারি যাতে এই যুবক যুবতী উভয়ে চিরকাল সুখে কাল যাপন করতে পারে।

বল্লভ। মশাই যদি আপনি এই যুবক ও আমার মদনমঞ্জরীর বিবাহ দিতে পারেন তা হলে আমি আপনার নিকট চিরক্রীত দাসের ন্যায় থাকবো।

সত্য। তুমি এঁদের উভয়কে লইয়া মাহেশ্বরীপুরীর মহারাজ চন্দ্রশেখরের নিকট চল, তিনি এঁদের উভয়ের বিবাহ দিয়া সকলকে আশ্রয় দেবেন।

বল্লভ। আমি সে পথ অবগত নই।

সত্য। আচ্ছা আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

বল্লভ। তবে এখনি যাত্রার উদ্যোগ করি। ওরে রামপ্রসাদ একবার এদিকে আয়।

নেপথ্যে। এঁজ্ঞে যাই।

বল্লভ। মহারাজ জীমূতকেতুর ক্রোধ হবার সম্ভাবনা।

সত্য। তা হলোই বা। ওঁর রাজ্যে ত আমরা আর থাকবো না। তবে আর ওঁকে ভয় কি?

ভৃত্যের প্রবেশ।

বল্লভ। (ভৃত্যের প্রতি) মাধবীকে এখানে আস্‌তে বল্‌ ও মদন মঞ্জরীর শৈশবাবস্থার গহনা, কাগজটুকু ও ছোট কাপড় শীগ্‌গীর নিয়ে আয়।

ভৃত্য। আজ্ঞে শীগ্‌গীর আস্‌চি।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

রত্নালঙ্কার ইত্যাদি লইয়া ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।

ভৃত্য। (বল্লভের প্রতি) মশাই এই গয়না, কাপড় ও কাগজটুকু নেউন (বল্লভকে লিপি, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার প্রদান)

বল্লভ। মাধবী কোথা এলোনা যে।

ভৃত্য। সে আসচে।

মাধবীর পুনঃ প্রবেশ।

মাধবী। (বল্লভের প্রতি) পিতঃ আমাকে ডাকচেন কেন?

বল্লভ। তুমি বাছা মদনমঞ্জরীর সঙ্গে চল। (ভৃত্যের প্রতি) রাম-প্রসাদ তুই আমাদের সঙ্গে আয়।

ভৃত্য। আজ্ঞে।

বল্লভ। (সত্যপ্রকাশের প্রতি) তবে চলুন আমরা এখনি যাই। আর দেরি করে কাজ নাই।

সত্য। তবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি ৪র্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম পরিদৃশ্য।

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতনের নির্জনগৃহ।

ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। (স্বগত) তাইতো সকল স্থানে ও সকল দেশেই অনুসন্ধান করা হোলো, পোনের বছরেও উগ্রধ্বজের সন্ধান হোলো না। অবন্তি, দ্রাবিড়, কর্ণাট, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মদ্ররাজ্য, সিন্ধু, মগধ হস্তিনা, ইত্যাদি সকল দেশ থেকেই দূতেরা কিছুই সংবাদ আনতে পাল্লে না। মথুরায় যে দূত পাঠান হয়েছিল গত কল্য সেও বিষণ্ণ বদনে ফিরে এসেছে। আর চেষ্টা করবার তো ত্রুটি করা হয়নি। উগ্রধ্বজের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করে যে দেশে যে দূত গ্যাছে তাহাদের হস্তে একখানি করে দেওয়া হয়েছিল। কোন প্রকারেই কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আর কোন্ পোতে গেছে তাও এতদিন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে সেই বৃদ্ধ নাবিককে জিজ্ঞেস কল্লে সে বল্লে যে আমার মামার নৌকায় যায়, কিন্তু আমার মামা ও পোনের বছরে ফিরে আসেনি। (চিন্তা করিয়া) যাহোক আমার বোধ হয় যে যখন পোনের বছরের মধ্যে উগ্রধ্বজ ফিরে এলো না তখন সে নিশ্চয়ই কাল গ্রাসে পতিত হোয়েছে, তাহলে রাজকন্যারও বিনষ্ট হবার খুব সম্ভাবনা। যাহোক মহারাজ একে রাণীর বিয়োগে শোকাকুল, তাতে সত্যপ্রকাশ ও জীমূতকেতুর সহিত বিচ্ছেদজন্য অনুতাপিত, তাহাতে উগ্রধ্বজ ও রাজকন্যার উদ্দেশ না করে—দূর হোগ্‌গে—উগ্রধ্বজের নাই বা হোলো—রাজকন্যাকে পুনপ্রাপ্ত না হলে তিনি বিশেষ শোকাকুল হয়ে পড়বেন উগ্রধ্বজ যদিস্যাৎ বিনষ্ট হয়ে থাকে সেতো আহ্লাদের বিষয়—সে কেন অমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা সম্পাদন কত্তে গ্যালো—কিন্তু ঈশ্বর করুন যেন আমাদের রাজকন্যা সুশরীরে থাকেন।

যাহোক রাজা কন্যাকে অদোষে হারাইয়াছেন, এক্ষণে বুঝি রাজার উত্তরাধিকারী বিহীন হোলো। মহামুনি কপিল যা লিখেছেন তা যথার্থ। মহারাজকে তখন কত বল্লাম, তিনি তখন লিপি কিছুতেই বিশ্বাস কল্লেন না, কিন্তু রাণীর মৃত্যুর পরক্ষণেই ইহা যথার্থ বলে স্বীকার কল্লেন এবং সেই অবধিই এখন পর্য্যন্তও শোকাকুল আছেন। (চিন্তা করিয়া) সে কেবল বিধাতার নির্ব্বন্ধ বইত নয়, তানা হলে কি মহারাজের এমন কুমতি হয়? যাহোক গতানুশোচনায় ফল নাই। এখন মহারাজ যেমন সত্যপ্রকাশের জন্য অনুতাপিত, যদিস্যাং সত্যপ্রকাশ উপস্থিত থাকতেন তাহলে রাজা কথঞ্চিৎ শান্ত হতে পাত্তেন।

নেপথ্যে। পদশব্দ।

ধর্ম্ম। (নেপথ্যেদিকে অবলোকন করিয়া) সত্যদাস ভায়া আস চেনা—হঁ সত্যদাসই বটে। ও যে রকম হাসতে হাসতে আসচে, তাতে বোধ হয় কোন শুভ সম্বাদ পেয়েচে।

সত্যদাসের প্রবেশ।

(প্রকাশে) কিভাই সত্যদাস হাস্য মুখে যে? কোন শুভ সম্বাদ পেয়েছো বোধ হচ্চে

সত্য। এক পোত হতে সত্যপ্রকাশ মশাইকে অবতরণ হতে দেখলাম।

ধর্ম্ম। তাঁর সঙ্গে আর কেউ আছে?

সত্য। তার সহিত, এক বৃদ্ধ পুরুষ, একটি যুবা ঠিক মহারাজ জীমূতকেতুর মতন, আর একটি তরুণ বয়স্কা কন্যা ঠিক আমাদের মৃত রাণী মহাদেবীর মত কিছু তফাৎ নাই।

ধর্ম্ম। মেয়েটীর বয়স কত?

সত্য। প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ।

ধর্ম্ম। তবে সেইটি নিশ্চয়ই আমাদের রাজকুমারী, কারণ প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ গত হয়েছে।

সত্য। হঁ আমি ও তাই ভাবছিনু।

ধর্ম্ম। তো, সত্যপ্রকাশ মশাই তোমার সঙ্গে কথা কইলেন?

সত্য। সে কথা কইলেন বইকি।

ধর্ম্ম। তো তুমি আমাদের বাড়ীতে তাদের অবস্থান কত্তে দিলে না কেন?

সত্য। সত্যপ্রকাশ মশাই ও তাঁর সেই সঙ্গীগণ তাঁর সেই বাটীতে অদ্য থাকলেন। আমি বল্লেম তা তিনি শুনলেন না।

ধর্ম্ম। তবে চল মহারাজকে শুভ সংবাদ দিইগে।

সত্য। তা চল যাচ্ছি।

ধর্ম্ম। কিন্তু বোধ হয় তাঁরা কাল সকালে রাজ সভায় আসবেন?

সত্য। হুঁ। আজতো সভা ভঙ্গ হোলো।

ধর্ম্ম। হাঁ তা বটে।

সত্য। কিন্তু মহারাজকে একথা আজই বলিগে।

ধর্ম্ম। তবে চল।

উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম পরিদৃশ্য।

দ্বিতীয় পরিদৃশ্য।

মাহেশ্বরীপুরী—রাজ সভা।

মহারাজ চন্দ্রশেখর আসীন।

নিকটে সত্যদাস ও ধর্ম্মদাস উপবিষ্ট।

রাজা। কই সত্যদাস তুমি কাল বল্লে যে আমি সত্যপ্রকাশকে স্বচক্ষে দেখেছি তাকই সে এখন ও ত এলোনা।

সত্য। মহারাজ আমি তাঁকে দেখেছি ও কথা কয়েচি। মহারাজ একটু স্থির হোন না। সত্যপ্রকাশ এখনই আসবে।

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী। মহারাজের জয় হউক, মহারাজ দ্বারে দুই বৃদ্ধ এক যুবা ও একটি কন্যা ভৃত্য সহিত উপস্থিত। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে-চায়।

রাজা। আচ্ছা তাদের সকলকে আসিতে দাও।

প্রতী। যে আজ্ঞে মহারাজ

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

রাজা। সত্যদাস, বোধ হয় ইহারাই বটে।

সত্য। আজ্ঞে এরাই বটে তার আর সন্দেহ নাই।

সত্যপ্রকাশ, ধর্ম্মভ, মলয়কেতু, মদনমঞ্জরী ও ভৃত্যের প্রবেশ।

সত্যপ্র ওবল্লভ। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ চিরবিজয়ী হউন।

রাজা। সত্যপ্রকাশ, তোমার মঙ্গল ত?

সত্য। আজ্ঞে মহারাজের ভৃত্যের কি কোন অমঙ্গল থাকে?

রাজা। আমাকে এত দিন ত্যাগ করে কোথা ছিলে?

সত্য। মহারাজ আমি সিন্ধুদেশাধিপতি মহারাজ শ্রীমলয়কেতুর নিকট ছিলাম।

রাজা। সেখানে থাক আমাকে কি এ অবস্থায় তোমার ত্যাগ করা উচিত ছিলো?

সত্য। মহারাজ এ অধীনের ত ইচ্ছা যে মহারাজের নিকটে থাকে, কিন্তু বিধাতা তখন কি কুমতি দিলেন, যে তাতে এ দেশ ত্যাগ কত্তে হয়েছিলো।

রাজা। সত্য তোমার কুমতি নয় সে আমারই— (বল্লভকে দেখিয়া সত্যপ্রকাশের প্রতি) এবৃদ্ধ পুরুষটি কে?

সত্য। মহারাজ ইনি সিন্ধুদেশনিবাসী, এঁর নাম বল্লভ, অতি শিষ্টপুরুষ।

রাজা। (মলয়কেতুকে দেখিয়া সত্যপ্রকাশের প্রতি) এ যুবকটী কে?

সত্য। মহারাজ ইনি সিন্ধুরাজ জীমূতকেতুর পুত্র-এঁর নাম মলয়কেতু।

রাজা। (মলয়কেতুর প্রতি) এস বাপু এস। তোমার পিতার সনে বিচ্ছেদ হয়ে অবধি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত আছি তা আর কি বল্‌বো। এস বাপু আমার নিকট উপবেশন কর।

মলয়। মহারাজ যে আদর পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত কল্লেন, ইহাতেই কৃতার্থ হলেম (সিংহাসনে উপবেশন)

রাজা। (স্বগত) এই মেয়েটিকে দেখে আমার অন্তঃকরণ সহসা এত প্রফুল্ল হোলো কেন? আমার মদনমঞ্জরী যদি এত দিন জীবিত থাক্‌তো তাহলে ঠিক এত বড়টি হোতো। যাহোক এ কন্যাটীর পরিচয় লওয়াযাক। (সত্যপ্রকাশের প্রতি প্রকাশে) এ কন্যাটি কার?

সত্য। মহারাজ এটি বল্লভের কন্যা এখানে মহারাজের সন্নিধানে যুবরাজ মলয়কেতুর সহিত পরিণয়ের জন্য আগমন। মহারাজ জীমূতকেতু এ পরিণয়ে অসম্মত।

রাজা। (স্বগত) আহা! এ কন্যাটি এঁর, আচ্ছা এঁদেরকে আশ্বাস দিয়ে কন্যাটীর নাম জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশে বল্লভের প্রতি) আচ্ছা, আমি যুবরাজ মলয়কেতুর সহিত তোমার কন্যার পরিণয় দিব।

বল্লভ। সে মহারাজের অনুগ্রহ।

রাজা। (স্বগত) এ কন্যাটিকে দেখে অবধি আমার মন চঞ্চল হয়েছে। ভাল রূপে একবার পরিচয় লইতে হোলো। (বল্লভের প্রতি) তোমার কন্যার নাম কি?

বল্লভ। মহারাজ আমার কন্যার নাম মদনমঞ্জরী।

রাজা। (স্বগত) আমার নির্ব্বাসিতা কন্যার ও নাম মদনমঞ্জরী। (প্রকাশে) তোমার আর কোন সন্তান সন্ততি আছে?

বল্লভ। মহারাজ আমার কোন সন্তান হয় নাই, তবে এই কন্যাটিকে শিশুকালথেকে পালন করেছি।

রাজা। তবে এটি তোমার ঔরসজাত নয়।

বল্লভ। আজ্ঞে না মহারাজ। এটিকে মাঠের মাঝে পেয়েছি। এর কাপড়ের সঙ্গে একখান ছোট্ট কাগজ ছিল। তাহা আনিয়াছি তাহা পাঠ করিলেই সমস্ত জানা যাবে।

রাজা। আচ্ছা কই সে লিপি কোথা?

বল্লভ। মহারাজ এই আমার নিকট।

রাজা। আচ্ছা সত্যদাসকে পাঠ করিতে দাও (সত্যদাসের প্রতি) ঐ লিপিখানি পাঠ কর।

সত্যদা। যে আজ্ঞে মহারাজ (বল্লভের প্রতি) কই লিপি খানি দিন। (লিপি গ্রহণ ও পাঠ)।

"ইনি মাহেশ্বরীপুরীর অধিপতি মহারাজ চন্দ্রশেখরের দুহিতা, নাম মদনমঞ্জরী, রাজ ক্রোধে অলঙ্কার সংযুক্ত নির্ব্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন।

উগ্রধ্বজ

রাজ পারিষদ।"

রাজা। সত্যদাস আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? না জাগ্রত আছি? এই সেই আমার মদনমঞ্জরী। তাই দেখে অবধি আমার মন উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। (মদনমঞ্জরীর প্রতি) এস মা এস আমার কাছে উপবেশন কর (মদনমঞ্জরীর সিংহাসনে উপবেশন)

মদন। পিতঃ এ জন্মদুঃখিনীকে যে সাদরে গ্রহণ কল্লেন এই আমার পরম সুখ।

রাজা। বৎসে তোমায় কি ত্যাগ কত্তে পারি। (বল্লভের প্রতি) হে বৃদ্ধ তুমি যে প্রকার আমার উপকার করেছো তাতে আমি তোমার নিকট চিরদিন বাধিত হলেম। তুমি অদ্যাবধি আমার বন্ধু হলে। এস উপবেশন কর (হস্তধারণ)

বল্ল। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা, আমি মহারাজের দাসানুদাস। আমি মহারাজের কেনা গোলাম হলেম। মহারাজ মদনমঞ্জরীর ছোট কাপড় ও কতকগুলি গহনা আছে। আজ্ঞা করেন ত মহারাজের নিকট আনি।

রাজা। আচ্ছা লয়ে এস।

বল্ল। মহারাজ এই দর্শন করুন।

রাজা। কই দাও দেখি।

বল্ল। লইতে আজ্ঞা হয় (অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ প্রদান)

রাজা। (অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া স্বগত) যখন গুণশীলা মদনমঞ্জরীকে আমার নিকট লয়ে আসে, তখন এই পরিচ্ছদ ছিল বটে কিন্তু অলঙ্কারের কথা ঠিক বল্‌তে পাচ্চিনে। গুণশীলার স্মরণ থাকতে পারে। (সত্যদাসের প্রতি) সত্যদাস প্রতিহারীকে বল গুণশীলাকে লয়ে আসুক।

সত্য। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[সত্যদাসের প্রস্থান।

রাজা। (সত্যপ্রকাশের প্রতি) সত্য, অদ্য কি সুখের দিন, আজ নির্ব্বাসিতা কন্যা পুনপ্রাপ্ত হলেম, তোমাকে প্রাপ্ত হলেম, সুহৃদবর জীমূতকেতুর পুত্রকে প্রাপ্ত হলেম। (ধর্ম্মদাসের প্রতি) ধর্ম্মদাস নগররক্ষককে এই ঘোষণা কত্তে আদেশ কর যে নগরবাসীরা যেন উৎসবে থাকে।

ধর্ম্ম। যে আজ্ঞে মহারাজ, তবে নগররক্ষককে ঘোষণা কত্তে বলিগে।

[ধর্ম্মদাসের প্রস্থান।

সত্যদাসের সহিত গুণশীলার প্রবেশ।

গুণ। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ আমার প্রতি কি আজ্ঞা?

রাজা। গুণশীলে দেখ দেখি এই অলঙ্কার গুলি আমার কন্যা মদনমঞ্জরীর কি না? (অলঙ্কার প্রদান)

গুণ। (অলঙ্কার দেখিয়া) মহারাজ এই অলঙ্কার গুলিই রাজকুমারী মদনমঞ্জরীর বটে।

রাজা। আর দেখ দেখি এই কন্যাটী আমার মদনমঞ্জরী কি না?

গুণ। (মদনমঞ্জরীকে নিরীক্ষণ করিয়া) মহারাজ আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে পুনর্ব্বার রাজকুমারীর দর্শন পেলেম।

বল্ল। (রাজার প্রতি) মহারাজ একটি কথা মনে হোলো, যখন আমি মদনমঞ্জরীকে মাঠে দেখ্‌তে পাই, তখন দেখলাম যে যেদুটী পুরুষ মদনমঞ্জরীকে মাঠে ফেলে গ্যাল তাদের দুজনকেই দুটো ভাল্লুকে মেরে ফেল্লে!

রাজা। (সাশ্চর্য্যে) এঁ তাঁদের দুজনকেই ভাল্লুকে মেরেফেল্লে!

বল্ল। আজ্ঞে হাঁ।

গুণ। আমি কি হতভাগিনী, আমি স্বামীহীন হইয়াও এখন জীবিত আছি? (মূর্চ্ছা)

রাজা। (সত্যদাসের প্রতি) সত্যদাস গুণশীলার মূর্চ্ছা যাতে অপনীত হয় তার চেষ্টা দেখ।

গুণ। (উত্থিত হইয়া) মহারাজ এতদিনে আমি অনাথিনী হলেম আমার অদৃষ্টে যে কত যাতনা আছে তার আর ইয়ত্তা নাই (রোদন)

রাজা। বৎসে গুণশীলে সংসারে সকলেরই এমন হয় তবে তোমার শোক করা বৃথা।

সত্যপ্র। আহা উগ্রধ্বজ কালগ্রাসে পতিত হয়েছে? আহা! লোকটা অতি সৎ ছিল কেমন সত্যদাস?

সত্যদা। হাঁ উগ্রধ্বজ অতি সৎস্বভাবিত ছিল।

গুণ। মহারাজ কঠিন প্রাণ এখন ও বহির্গত হোলোনা (রোদন)

রাজা। তোমার দুঃখ করবার আবশ্যক নাই।

সত্যপ্র। গুণশীলে তুমি বৃথা শোক কোরোনা।

সত্যদা। গুণশীলে তুমি মিছে শোক করে আপনাকে ক্লেশ দিওনা। শান্ত হও।

বল্ল। আহা বৎসে অধীর হোওনা। শান্ত হও।

ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

সত্যদা। (ধর্ম্মদাসের প্রতি) উগ্রধ্বজ যথার্থই পঞ্চত্ত পেয়েছেন।

ধর্ম্ম। কে বলে?

সত্যদা। (বল্লভকে দেখাইয়া) ইনি বল্লেন যে যে দুটী পুরুষ মদনমঞ্জরীকে মাঠে নিক্ষেপ করে তাদের দুজনকেই দুটো ভল্লুকে মেরে ফেলে উনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আর পোতে উগ্রধ্বজ ও পোতবাহী ছিল।

ধর্ম। আহা উগ্রধ্বজ কালগ্রাসে পতিত হয়েছে। (গুণশীলার প্রতি) আর রোদন করে কি হবে? তুমি রোদন সম্বরণ কর।

গুণ। আমি কি করবো আমি এতদিনে অনাথিনী হলেম।

রাজা। তোমার তার আর চিন্তা কি? তোমার কোন চিন্তা নাই।

গুণ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। (ধর্মদাসের প্রতি) ধর্মদাস নগররক্ষককে আজ্ঞা দিলে?

ধর্ম। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

রাজা। (সত্যপ্রকাশের প্রতি) দেখ সত্য অদ্য কি সুখের দিন যদি রাণী আজ জীবিত থাকতো, তা হলে কন্যা ও জামাতার মুখদর্শনে অতীব আনন্দিত হতো।

সত্য। মহারাজ তার আর সন্দেহ কি? অদ্য মহারাণী জীবিত থাকিলে অতীব সুখের বিষয় হইত।

রাজা। আমি নিরপরাধে রাজ্ঞীকে হারাইয়াছি, তার তো কোন দোষ ছিলনা।

সত্য। মহারাজ রাজ্ঞী নিরপরাধিনী ছিলেন, আমিতো সেই সময়ে বলেছিলাম। মহারাজ গ্রাহ্য করেন নাই।

রাজা। তোমার অমৃত রূপ সেই সকল বাক্য তখন শ্রবণ করি নাই, কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে সে বাক্য না শুনিয়া যেন স্বহস্তে বিষভক্ষণ করেছি।

সত্য। যাহোক মহারাজ গতানুশোচনায় ফল নাই।

গুণ। (স্বগত) এ সময়ে রাণীকে নিয়ে আসিনে কেন, মহারাজ ত রাণীকে পেলে অতি আহ্লাদিত হবেন। (প্রকাশে) মহারাজ আমি তবে এখন আসি।

রাজা। আচ্ছা যাও।

গুণশালার প্রস্থান।

রাজা। (সত্যদাসের প্রতি) দেখ তোমরা পরিণয়ের সব আয়োজন কর আগামী কল্যই উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাইবে।

সত্য। যে আজ্ঞা মহারাজ।

মহাদেবী ও বুদ্ধিমতীর সহিত গুণশীলার পুনঃ প্রবেশ ।

গুণ। (রাজার প্রতি) মহারাজের জয় হোক মহারাজ (মহাদেবীকে দেখাইয়া) এঁকে কি চিন্তে পারেন?

রাজা। (মহাদেবীকে দেখিয়া) এঁ এ যে ঠিক রাণী আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না জাগ্রত আছি।

গুণ। মহারাজ আপনি জাগ্রত আছেন ইনিই রাণী মহাদেবী।

রাজা। তুমি না বলেছিলে যে রাণীর মৃত্যু হয়েছে, আবার পুনর্ব্বার জীবিত হলো কি প্রকারে?

গুণ। মহারাজ আপনার ক্রোধোপশমের নিমিত্ত রাণীকে গোপনে রাখিয়াছিলাম, বাস্তবিক রাণীর মৃত্যু হয় নাই। এক্ষণে মহারাজের ক্রোধোপশম হইয়াছে দেখিয়া রাণীকে লয়ে এলু, এক্ষণে রাণীকে গ্রহণ করুন।

রাজা। (রাণীর প্রতি) প্রিয়ে সকলই আমার দোষ এক্ষণে আমার সকল দোষ মার্জ্জনাকর (হস্ত ধারণ)

রাণী। মহারাজ আপনার আর দোষ কি? এ বিধাতার লিপি অবশ্যই ঘটবে। একি কেহ খণ্ডন কত্তে পারে?

রাজা। প্রিয়ে এখন এস উপবেশন কর ও তোমার সেই কন্যা ও জামাতাকে গ্রহণ কর।

রাণী। যে আজ্ঞা মহারাজ! (সিংহাসনে উপবেশন)

রাজা। (গুণশীলার প্রতি) গুণশীলে! তোমার উপর যে কি পর্য্যন্ত তুষ্ট হয়েছি তার আর কি বোলবো তুমি রাজ্ঞীর নিকট থাক।

গুণ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাণী। (রাজার প্রতি) মহারাজ আমার মদনমঞ্জরীকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হলেন?

রাজা। প্রিয়ে (বল্লভকে দেখাইয়া) এই পুরুষটী মদনমঞ্জরীকে তাবৎ কালপর্য্যন্ত লালন পালন এত শিক্ষা দিয়াছেন। প্রিয়ে ইনি যে প্রকার উপকার করেছেন তাতে আমাদের চির বাধিত করেছেন।

রাণী। মহারাজ ওঁকে আপনার নিকট রাখুন।

রাজা। আমিও তাই স্থির করেছি (বসন্তের প্রতি) তুমি এইখানে আমার নিকট থাক।

বসন্ত। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা।

রাজা। (মদনমঞ্জরীর প্রতি) বৎসে এই তোমার গর্ভধারিণী জননী।

মদন। (রাণীর প্রতি) মাতঃ তোমার চরণে প্রণাম।

রাণী। বৎসে চিরায়ুষ্মতী হও।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ রাজদ্বারে দুই জন নর্ত্তকী উপস্থিত। তাহারা রাজ-সাক্ষাৎ করিতে চাহে।

রাজা। আচ্ছা তাহাদিগকে আসিতে বল।

প্রতি। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

রাজা। (রাণীর প্রতি) প্রিয়ে মদনমঞ্জরীর পরিণয় ক্রিয়া আগামী কল্যই দিনস্থির করলেম, কেমন এতে তোমার মত কি?

রাণী। মহারাজের যেরূপ অভিমত।

আকাশে। (বাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি)

নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রবেশ।

উভয়ে। মহারাজের জয় হোক, রাজসভায় নৃত্যগীতাদি দ্বারা সকলের মনরঞ্জন করিতে আমরা আসিয়াছি।

রাজা। আচ্ছা তোমরা নৃত্যগীত আরম্ভ কর।

উভয়ে (নৃত্য) গীত।

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

আজি কিবা শুভ দিবা নবশোভা ধরিল।
উদিত মলয়ানিল মৃদুমন্দ বহিল॥
দুঃখনিশা অবসান, প্রকাশ সুখ-তপন,
সবে হরষিত মন, জয়ধ্বনি করিল।
উঠে পবনে যেমন, কুসুম সৌরভ ঘন,
মহিষির গুণগান, সেই মত উঠিল।

পেলে পুনঃ কন্যাধনে, বল্লভের সুযতনে,
স্বরূপ জামতা সনে, সব শোক ঘুচিল।
দেবগণ হরষিত, হয়ে সবে একত্রিত,
পুষ্প বৃষ্টি অনিরত, বিমানেতে আরম্ভিল॥

সকলে। আহা কি মনোহর নৃত্য, কি চমৎকার গীত।

রাজা। সত্যদাস এই নর্ত্তকীদ্বয়ের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর।

সত্যদা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। আর অদ্য পরিণয়ের সব উদ্যোগ কর।

সত্যদা। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। দেখ সত্যপ্রকাশ তুমি সিন্ধুরাজ জীমূতকেতুকে এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিত করিয়া পত্র লিখিবে।

সত্যপ্র। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। বন্ধো! বল্লভ তুমি অদ্যাবধি মৎসহচর হইলে ও মৎসমীপে থাক।

বল্ল। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। ধর্ম্মদাস তুমি বল্লভ ও তদনুচরবর্গকে বিশ্রাম নিকেতন প্রদান কর.

ধর্ম্ম। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। রাজ্ঞী তুমি কন্যা ও জামাতা লইয়া অন্তঃপুরে চল। অনেক বেলা হয়েছে।

রাণী। যে আজ্ঞা মহারাজ। সভাভঙ্গ করুন অধিক বেলা হয়েছে।

রাজা। হাঁ এক্ষণে সভাভঙ্গ করি। অনেক বেলা হয়েছে।

[সকলের প্রস্থান

যবনিকা পতন।

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কালকাতা সংস্কৃত ডিপাজিটরি, পটলডাঙ্গাস্থ সকল পুস্তকালয়ে, এবং ওয়েলিংটন প্রেসে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।